

ড. আফরোজা পারভিন-এর জীবনী:

ড. আফরোজা পারভিন নারী উন্নয়ন শক্তি (NUS)-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক। তিনি একজন মানবাধিকার কর্মী, যিনি গত ৩৫ বছর ধরে বাংলাদেশে উন্নয়ন খাতে কাজ করছেন। ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত এনজিও ও অরাজনৈতিক সংগঠন নারী উন্নয়ন শক্তি (NUS)-এর মাধ্যমে তিনি এই কার্যক্রম চালিয়ে আসছেন। তিনি ২,৬০৪ জন কর্মীকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার, পরিবেশ উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষকে সহায়তা প্রদান করেছেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ২৩টি জেলায় ২,৪০৯টি সেবা কেন্দ্র পরিচালনা করছে। এখন পর্যন্ত NUS সফলভাবে ৭৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যা ৪৯টি দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন অংশীদারের সহায়তায় সম্পন্ন হয়েছে।

শিক্ষাঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এসসি. যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (UCL) থেকে Gender Policy and Planning এ উচ্চশিক্ষা। যুক্তরাষ্ট্রে Women in Management বিষয়ে অধ্যয়ন। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে পিএইচডি। এক বছর আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোচ হিসেবে CEDPA, Washington D.C.-তে কর্মরত ছিলেন।দেশে-বিদেশে বহু প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি কমনওয়েলথ এশিয়া সেন্টার-এর আন্তর্জাতিক ফ্যাসিলিটেটর এবং কমনওয়েলথ ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডর হিসেবেও কাজ করেছেন। এছাড়াও, বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো-তে বহুবার প্রশিক্ষক (TOT) হিসেবে কাজ করেছেন।

আন্তর্জাতিক ভ্রমণঃ

তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব, প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং অংশগ্রহণ করেছেন। ভ্রমণকৃত দেশসমূহ: যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্পেন, তুরস্ক, ব্রুনাই, সিঙ্গাপুর, জাপান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, মিশর, বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালদ্বীপ, জার্মানি, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, উগান্ডা, কেনিয়া, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, ভুটানসহ মোট ৫৬টি দেশ। প্রদত্ত প্রশিক্ষণঃ তার নেতৃত্বে NUS-এর মাধ্যমে ১০০টিরও বেশি এনজিও ও প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ পেয়েছে। নিয়মিত কর্মসূচির আওতায় ৩৯৪ জন সাংবাদিক, ৩৮৩ জন পুলিশ কর্মকর্তা এবং ১৫৬ জন আইনজীবী প্রশিক্ষিত হয়েছেন।

টেলিভিশন প্রোগ্রামঃ

বাংলাদেশ টেলিভিশনে (BTV) উপস্থাপনা: "শতরূপা" এবং "এইডস ও বাংলাদেশ", চ্যানেল আই-তে টক শো: "কৈশোর সংলাপ" এবং "নারী উন্নয়ন শক্তি" এছাড়াও তার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে: NTV, Channel i, RTV, ATN Bangla, STV, SA TV, Bangla TV, Maasranga TV, BanglaVision TV, বিজয় টিভি এবং BTV-তে।

সংবাদপত্রে প্রকাশনাঃ

তিনি উন্নয়নমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন বিভিন্ন সংবাদপত্রে: The Daily Star, The Independent, New Age, ইত্তেফাক, সমকাল, কালের কণ্ঠ, যুগান্তর, সংবাদ, আমার দেশ, মানবজমিন, যায় যায় দিন, নয়া দিগন্ত, ইনকিলাব, বাংলাবাজার, রববার, অর্থকাগজ।

গীতিকারঃ

তিনি বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুমোদিত গীতিকার। তার লেখা গানের সংখ্যা ৪,০০০-এরও বেশি।

গ্রন্থসমূহঃ

তিনি এখন পর্যন্ত ৩৫টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে— উপন্যাস, কবিতা সংকলন, উন্নয়নমূলক প্রবন্ধ, এবং আধ্যাত্মিক গান।

ড. আফরোজা পারভীন

মন বাউলের গান

মন বাউলের গান

ড. আফরোজা পারভীন

মন বাউলের গান
রচনাঃ ড.আফরোজা পারভীন
সর্বস্বত্বঃ ড.আফরোজা পারভীন
ই বুক প্রকাশনাঃ বাংলাদেশ ইবুক সেন্টার
প্রকাশকালঃ আগষ্ট ২০২৫
প্রচ্ছদঃ অলংকরণঃ সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
প্রচ্ছদ: সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
রচনাকালঃ ২০২৪
যোগাযোগঃ nusbd31@gmail.com
Mobile: +০১৭১১৫৪১৫২৯

বিনিময় মূল্যঃ ২০০/

মন বাউলের গান

ড.আফরোজা পারভীন

স্বা গ ত ম

(১)
প্রার্থনা করি দুই হাত তুলে প্রভু তোমার কাছে,
তোমার জন্য শুধুই আমার ভালোবাসা আছে।

চলার পথে পাপকে যেন করি বিসর্জন,
তোমার প্রেমে মশগুল হয়ে থাকে যেন মন।
অসীমের মাঝে নিজেকে হারাই তোমায় পাবার আশে,
তোমার নূরের ঝলকানি যেন আমার দু'চোখে ভাসে।
তোমাকেই যেন স্মরণ করি ভুলিয়া না যাই পাছে,
তোমার জন্য শুধুই আমার ভালোবাসা আছে।।

খরা, বন্যায়, ঝড়, তুফানে রক্ষা করো প্রভু,
স্বেচ্ছায় আমি কাউকে যেন কষ্ট দেই না কভু।
জীবনের এই ক্রান্তিলগ্নে এখন যে মনে হয়,
আমার যত ভালোবাসা যেন তোমার জন্যে রয়।
প্রভু তোমার অসীম মহিমা আমার কি জানা আছে,
তোমার জন্য শুধুই আমার ভালোবাসা আছে।।

কি যে অপরুপ সৃষ্টি! তোমার আমার জ্ঞানে না আসে,
পরপারে তুমি আমায় চিনিয়া রাখিও তোমার পাশে।
দোজখ আমি চাইনা আগুনে করোনাকো নিক্ষেপ,
হৃদয় ও দেহে দিও গো তোমার ভালোবাসার প্রলেপ।
আদর্শ এক মানুষ হবো গো প্রান যে ক'দিন বাঁচে,
তোমার জন্য শুধুই আমার ভালোবাসা আছে।।

(২)
যতই থাকি অনটনে ভুলবোনা তোমাকে,
জীবিকার জন্য লড়ি ধৈর্য যেন থাকে।

কেউ খাচ্ছে কোরমা পোলাও, কেউবা অনাহারে,
প্রভু তোমার রুজি দিও, বাঁচতে যেন পারে।
তোমার সৃষ্টি ভালোবাসি হইনা অত্যাচারী,
শক্তি দিও প্রভু, তোমায় ডাকতে যেন পারি।
আমার হৃদয় পাঁচ বেলাতে তোমায় যেন ডাকে,
জীবিকার জন্য লড়ি ধৈর্য যেন থাকে।।

মনে চাহিদা কম দিও অল্পে থাকি তুষ্ট,
ভালো মানুষ বানাও মোরে, না হতে চাই দুষ্ট।
উচ্চৈঃস্বরে ও চিৎকারে কষ্ট নাহি দেই,
দুখীর দু:খ দূর করতে পাশে টেনে নেই।
আমি যেন ভালো রাখি পরিবার ও মা কে,
জীবিকার জন্য লড়ি ধৈর্য যেন থাকে।।

মৃত্যু বিদায় ঘন্টা বাজার সময় নেইতো আর,
চক্ষু দুইটা বুঁজলে হইতে হবে পারাপার।
তোমার ভয়ে ভীত না হয়ে প্রেমের পরশ চাই,
পরপারে গিয়ে যেন তোমার দেখা পাই।
শুদ্ধ কর আত্মা আমার, পরে নিও আমাকে,
জীবিকার জন্য লড়ি ধৈর্য যেন থাকে।।

(৩)
পরিতৃপ্ত ব্যক্তি আমি অনেক কিছু পাই,
এখন কেবল তোমার কাছে সুস্থ দেহ চাই।

রোগগ্রস্থ হয়ে পড়লে কেমনে তোমায় ডাকি,
নূরের দেখা পেতে আমার আর কতদিন বাকি।
সহানুভূতি আমার মধ্যে থাকুক চিরকাল,
পরিবারকে সুষ্ঠভাবে দেই যেন সামাল।
প্রবঞ্চনা কারো সাথে নাহি করে যাই,
এখন কেবল তোমার কাছে সুস্থ দেহ চাই।।

সৌভাগ্য দিয়েছো আমায়, করেছো আমায় সুখী
এই অবস্থা জিইয়ে রাখো, করোনা আমায় দুখী।
ধন দৌলত যা দিয়েছো এতেই আমি তৃপ্ত,
বুকের ভিতর চাই যে শুধু তোমার নূরের দীপ্ত।
জনম জনম তোমায় যেন ভালোবেসে যাই,
এখন কেবল তোমার কাছে সুস্থ দেহ চাই।।

কারো উপর করি না যেন জুলুম অত্যাচার,
মনে যেন সদাই থাকে হইবো পরপার।
ন্যায়বান হিসাবেই মরতে যেন পারি,
কোনদিনও না হই যেন পথের ভিখারী।
তুমি ছাড়া দুনিয়াতে আপন কেহ নাই,
এখন কেবল তোমার কাছে সুস্থ দেহ চাই।।

(৪)
কোথায় প্রভু সেই অচেনা,
তোর কাছে যে অনেক দেনা।

আমার ভালোবাসা নে, না করি সমর্পণ,
সুবাসী করে দে প্রভু, আমার মনের বল।
সীমাহীন এই বালাখানায় হাজার কিছু আছে,
পরপারে আমায় ডেকে নিবে প্রভু কাছে।

তোর দয়াতেই আমি আছি,
জানিনা কয়টা দিন বাঁচি।
তুই নাচালে আমি নাচি নাচবো আমরণ,
রঙীন করে দেনা প্রভু আমার সরল মন।।

কোথায় থাকিস প্রভূ পিয়ে,
আমার এ প্রেম যারে নিয়ে।
তোকেই ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দেব মন,
তোর মায়াবানে ভরাস আমার মনের কোন।।

(৫)

কেমন করে ভুলবে প্রভু তোমার অবদান,
বুকের মধ্যে সারাক্ষণই বাঁজে তোমার শান।

কোথায় তুমি থাক প্রভু নূরের দেখা দাও,
তোমার ছায়ায় রেখে আমার মনের খবর নাও।
হইনা যেন পথভোলা পথের দিশা দাও,
কারো কাছে হইনা যেন কখনও অপমান,
বুকের মধ্যে সারাক্ষণই বাঁজে তোমার শান।

মহাকালের যাত্রী করে আমায় তুলে নাও
শিক্ষিত করিও আমায় জ্ঞানের আলো জ্বেলে,
তোমার ধ্যানই করবো আমি ধন্য তোমায় পেলে।
কালের চাকায় থমকে না যাই সহজ পথে চলি,
মন থেকে তোমারই নাম না যাই যেন ভুলি।
তোমার জন্য সমর্পণ করা আমার প্রাণ,
বুকের মধ্যে সারাক্ষণই বাঁজে তোমার শান।

(৬)

শূন্য হাতে এসেছিলাম শূন্য হাতে যাবো,
হয়তো কোন একদিন আমি তারই নাগাল পাবো।

বুকের ভিতর শুনতে পেলাম শুধুই দীর্ঘশ্বাস,
আমার মধ্যে হয় যেন গো তারই বসবাস।
তারেই ডাকি সকাল সন্ধ্যা সে আছে মোর প্রাণে,
আত্মা আমার সপে দেব তাঁর প্রেমেরই টানে।
পরপারের সুখ যে আমি তারই কাছে চাবো,
হয়তো কোন একদিন আমি তারই নাগাল পাবো।।

জন্ম এবং মৃত্যু জেনো তারই নিজের খেলা,
তাহারই নাম স্মরণ করতে নেইতো অবহেলা।
তার কাছেই লেখা আমার অতীত বর্তমান,
তাইতো গেয়ে যাবো আমি তারই গুনগান।
তারই প্রশংসাতে আমি প্রার্থনা গান গাবো,
শূন্য হাতে এসেছিলাম শূন্য হাতে যাবো,
হয়তো কোন একদিন আমি তারই নাগাল পাবো।।

বিকিকিনি নগদ বাকী যাই এ সংসারে,
মনে রাখি একদিন আমি যাব পরপারে।
কে জানে মোর কখন হবে জীবন বেলা শেষ,
কখন আমার আত্মা চলে যাবে নিরুদ্দেশ।
জানি না মোর জায়গা কোথায়, কোথায় যে হারাবো,
হয়তো কোন একদিন আমি তারই নাগাল পাবো।।

(৭)

দুই দিনের এই পানশালাতে অতিথি এক আমি,
বুকের ভেতর হাজার প্রশ্ন ওহে অন্তর্যামী।

দেহ পেয়ালা ভরিয়ে দাও তোমার দয়ার দানে,
মনের কালি দূর করে দাও শুদ্ধ করো প্রাণে।
অমরত্ব দিও আত্মার তোমার সাথেই রব,
রাত্রি দিনে ডাকবো তোমার সাথেই কথা কব।
তুমি আমার প্রভু ওগো তুমি জীবন স্বামী,
দুই দিনের এই পানশালাতে অতিথি এক আমি।।
বুকের ভেতর হাজার প্রশ্ন ওহে অন্তর্যামী।।

এই জীবনের কুঞ্জবনে তোমার রহমত,
চেয়েই শুধু জীবন কাটাই দেখাও আমার পথ।
তোমার প্রেমে মুগ্ধ আমি, গাই তোমারই গান
তোমার প্রতি নেই যে আমার কোনই অভিমান।
তুচ্ছ আমি তোমার কাছে নইগো মানুষ দামী,
দুই দিনের এই পানশালাতে অতিথি এক আমি।।
বুকের ভেতর হাজার প্রশ্ন ওহে অন্তর্যামী।।

সাত আকাশের ঐপারে তে কোথায় তোমার ঘর,
কোথায় তোমার বেহেশত দোজখ কোথায় রোজহাশর।
এই বিশ্বে যা কিছু আছে মালিক তুমি নামী,
দুই দিনের এই পানশালাতে অতিথি এক আমি।।
বুকের ভেতর হাজার প্রশ্ন ওহে অন্তর্যামী।।

(৮)

জীবন হেথা জেগে আছে যাবো পরপারে,
ভালোবাসার সুবাস বিলাই মানুষ আপন করে।

যত পারি মানুষের এই দু:খকে ভোলাবো,
তবেই প্রভু তোমায় আমি আপন করে পাবো।
মনের ভিতর গোলাপ চাষী তোমায় মনে করে,
হঠাৎ করে একদিনেই গোলাপ যাবে ঝরে।
আমি সেদিন থাকবো না আর যেদিন গোলাপ ঝরে।।
ভালোবাসার সুবাস বিলাই মানুষ আপন করে।

প্রভু তোমার প্রেম অনুরাগ সদাই মনে রয়,
মনের মধ্যে মধুর এবং সুবাস বাতাস রয়।
সঞ্জীবনী পান করেছি তোমায় পাবো বলে,
অমরতা চাইলে যাব মৃত্যুকাল ঢলে।
এপারে ওপারে আমায় নিও আপন করে।।
ভালোবাসার সুবাস বিলাই মানুষ আপন করে।

জীবন মৃত্যু কাছি ফারাক বড় কম,
চলতে পথে হঠাৎ করে শেষ হবে গো দম।
হাজার রকম প্রশ্ন মনে এই যে অপার বিশ্ব,
সকল কিছুই ছেড়ে যাব একেবারেই নিঃস্ব।
ভয় না পাই যেন সাড়ে তিনহাত ঐ না মাটির ঘরে।।

(৯)
ভালো রেখো মোদের খোদা তোমার সৃষ্ট গুলবাগে,
ভুলিয়ে রেখো তোমার মায়ায় তোমার প্রেম অনুরাগে।

মাতাল যেন হই তোমাতে তোমায় স্মরি নিশি প্রাতে,
প্রার্থনা তুলে দুই হাতে ভরিয়ে রেখ ফুল ফাগে।
মাথার মধ্যে নানান চিন্তা বিদ্ধ হতে থাকে,
আমার কোথায় আসল জায়গা প্রশ্ন করি কাকে।
তোমার প্রেমেই পাগলপারা,
হইলা যেন বাঁধনহারা,
জীবন না হোক ছন্নছাড়া এমন তোমায় তাই মাগে।।

তোমার কাছেই বেহেস্ড় চাই তোমাতে চাই সুখ,
তুমি প্রভু ভুলিয়ে রেখ আমার সকল দুখ।
আমার সত্তা সপে দিলাম,
তোমার কাছে শপথ নিলাম,
ভাল আছি ভালো ছিলাম দিলে যেন সুখ লাগে।।

(১০)
তুমি আমার হৃদমাঝারের পবিত্র সেই আলো,
দূর করেছো বুকের মাঝে সকল আঁধার কালো।
প্রভুর প্রেমেই পাগলপারা, হলেম আমি আত্মহারা,
আমার ডাকে দিও সারা, তোমার দয়া ঢালো।।

দিবস রাতে কাজের মাঝে তোমায় যেন ডাকি,
তোমার দেয়া পথেই যেন আমি চলে থাকি।
স্বপ্নে ভরা আমার জীবন,আমায় দিও সুখের মরণ,
প্রভু তোমায় করছি স্মরণ, তুমি শ্রেষ্ঠ ভালো।।

তোমার পরে আমার হৃদয় করছি সমর্পণ।
সুখ চিন্ড়ায় ভরিয়ে দিও, আমার অবুঝ মন।
প্রভু তোমার মহাবিশ্ব, আমাকে করোনা নিঃস্ব,
হই যেন নবীজির শিষ্য, বুকে প্রদীপ জ্বালো।।

(১১)

এই জগতের সকল কিছু প্রভু তোমার সৃষ্টি,
তোমার প্রেমের ডোরে বাধো আমায় দিও দৃষ্টি।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা আমায় করে পাগলপারা
তোমার প্রেমে আত্মহারা তোমার সৃষ্ট কৃষ্টি।।
পূর্ব জন্ম জানিনে তো জানি বর্তমান,
পরজন্মে বেহেস্ত দিও তোমার দয়ার দান।
শান্তি দিও আমার দিলে
তোমার দয়া যেন মিলে,
আমার আছো আমার ছিলে দিও প্রেমের বৃষ্টি।।

মাথার ভিতর প্রশ্ন জাগে কোনটা সহি ঠিক,
তুমি আমায় বাতলে দিও তোমার পথের দিক।
হাজার ছবির সেই রুপকার
বিশ্ব লোকেই মালিক যাহার,
পড়েছি আমি প্রেমে তাহার সেইতো আমার মিষ্টি।।

(১২)

তোমার সৃষ্টি ফুল ও ফসল সবই তোমার দান,
প্রভু আমায় শান্ত কর মুক্ত কর প্রাণ।

তোমার অপার বিশ্ব দেখে বিস্মিত হই আমি,
আমার মনে শান্তি দিও প্রভু অন্তর্যামী
জীবন যখন অস্তচলে, প্রভু আমায় দাওগো বলে,
আত্মাটা হোক জ্বলজ্বলে বেহেস্তে নাও প্রাণ।।

মাথার ভিতর হাজার প্রশ্ন উত্তর না মিলে,
তুমি আমার সমাধানের সুযোগ দিয়ে দিলে।
জান্নাতেই যাবার স্বপ্ন মনের মধ্যে রয়,
তোমার সাথে আমার হৃদয় একাই কথা কয়।
এপার ওপার দুই পারেতে রাখিও সম্মান।।

ভোগ বিলাসী না হই যেন হিসেব করে চলি,
ত্যাগেই যেন শান্তি খুঁজি পরের কথা বলি।
বুকের মধ্যে করি যেন ভালোবাসার চাষ,
প্রভু তোমায় ডাকি যেন আমি বারো মাস।
বিশ্ব পিতা তুমি জানো আমার অবস্থান।।

(১৩)
আঁধার রাতে খুঁজে নিও প্রভু আমার মন,
অন্ধকারেই ডুবে আছি আমি সারাক্ষণ।

তোমায় আমি ভুলে গেছি আমি গুনাহগার,
হতাশা আমায় ধরেছে মুক্তি পাওয়া ভার।
প্রভু তুমি মুক্ত করো কানা গলি থেকে,
তোমার দয়ার নীচে তুমি আমায় দিও রেখে।
তোমার কাছেই করছি আমি আত্মসমর্পণ।।

প্রভু তুমি আমার পায়ের তলায় দিও মাটি,
আমার হৃদয় পাপ পুড়িয়ে মানুষ কর খাঁটি।
জীবনটাকে করে দিও সুজলা সুফলা,
ভূল থেকে ফিরিয়ে দিও সঠিক পথে চলা।
দু:খ জরা দুর করে মোর ভালো করো মন।।

গুনাহগুলো মাফ করে দাও নেকির হিসাব লেখ,
তোমার পানে সেজদাহ করি আমার দিকটা দেখ।
রুটি রুজি যতই খুঁজি তোমার দয়া ছাড়া।
কিছুই হবার নয়গো প্রভু তাইতো পাগল পারা,
শুদ্ধ করে দাও গো প্রভু আমার মনের বন।।

(১৪)
প্রভু তুমি আমার বুকে প্রেমের প্রদীপ দাও,
তোমার সৃষ্টি ভালবাসি তাইতো তুমি চাও।

ত্যাগই ধর্ম তাইতো জানি আমায় কর ত্যাগী,
শান্তি বিলাই সবার মাঝে না হই প্রভু ভোগী।
আমার খাবার ভাগ করে খাই অভুক্তদের সাথে,
এমন শক্তি দাও গো প্রভূ কাজ করি দুই হাতে।
সুস্থ্য দেহে আমায় রেখো সুস্থ তুলে নাও।।

জ্ঞাতসারে কাউকে যেন দেইনাকো আঘাত,
প্রভুর কাছে প্রার্থনা মোর তুলে দুইটি হাত।
মিথ্যা কথা না যেন কই মিথ্যা বলা পাপ,
প্রভু আমার ভুল ত্রুটি তুমি কর মাপ।
জানি তুমি আমার মনের সকল খবর পাও।।

আমার মুখের মিষ্ট কথায় সবাই সুখী হোক,
এমন কথা কইনা যাতে কষ্ট পাবে লোক।।
জ্ঞানের আলো দান করিবো অন্যদেরই মাঝে,
প্রভু তোমায় স্মরণ করি যেন সকাল সাঁঝে।
করুণা করোগো প্রভু তোমার দয়ায় ছাও।।

(১৫)

ক'দিনের বা জীবন মোদের কেউ তাহা না জানি,
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ঝরে পড়ে বয়স প্রতিক্ষণই।

মৃত্যু মোদের অনেক কাছে জীবন চলমান,
শৈশব কৈশোর মাড়িয়ে যৌবন অবসান।
অভিজ্ঞতার ঝুলি নিয়ে বার্ধক্যে চলি,

হাজার রকম লোকের সাথে হাজার কথা বলি।
বিশ্ব নামের এই বাগানে কত নিয়ম মানি।।

কত রকম নেশা মোদের নেশার ঘোরে রই,
বুকের ভিতর মন্দ রেখে ভাল কথা কই।
দুই দিবসের বেঁচে থাকায় স্বপ্ন অফুরান,
ধনের নেশায় মাতি কেউবা মদ্য করি পান।।
সৃষ্টিকর্তা দেখেন মোদের কয়জনে তা মানি।।

কখন কে যে উড়াল দেব তবুও এত লোভ,
অনেক কিছু পাবার পরেও প্রভুর প্রতি ক্ষোভ।
জানিনা কোথায় মিলবো প্রভু পরপারে,
তোমার দয়ায় সিক্ত করো ডাকি তোমারে।
শক্তি দিও সহজভাবে জীবনের ভার টানি।।

(১৬)

আমার হৃদয় বিরাণ তুমি রক্ষা কর প্রভু,
সুজলা সুফলা করে শান্ত কর তবু।

নিকশ কালো আধার রাতি মনে যদি রয়,
তোমার দয়া বিনে প্রভু আমার কষ্ট হয়।
আলোকিত করো প্রভু শুদ্ধ কর মন,
কাজের ফাঁকে তোমায় স্মরণ করি সারাক্ষণ।
শক্তি দিও জীবন যেন হয় না নিভু নিভু।।

জীবন যেন আর কিছু নয় শুধুই মায়ার খেলা,
তোমার দেয়া আদেশ মেনে কাটাই যেন বেলা।
শয়নে স্বপনে আমার প্রভুকেই চাই,
পরপারে আমি যেন তোমার দেখা পাই।
চাইনা হতে অতি বৃদ্ধ হইনা যবু থবু।।

সাত আসমান পড়ার মত শক্তি আমায় দাও,
শক্ত সামর্থ্য রেখে আমায় তুলে নাও।
ক্ষুধায় যেন হই না কাতর রোগ জরা না রয়,
বুকের ভেতর শান্তি সুখের অনুভূতি রয়।
কাউকে যেন আমি কোন কষ্ট দেইনা কভু।।

(১৭)

প্রভু তোমার ইশারাতেই আমার পথ চলা,
প্রাণের মাঝে আকুল হয়ে একাই কথা বলা।

অন্তহীনের যাত্রা পথে বিশ্ব সরাইখানা,
প্রভুর সাথে কবে হবে আমার ফিল-া ফালা।
জীবন চাই যে ফুল সুবাসী শান্তি সুখে ভরা,
প্রভু আমার দূর করে দাও যত দু:খ জরা।
সহজ সরল জীবন দিও চাইলে ছলাকলা।।

আমার মনে হাজার প্রশ্ন পরপার নিয়ে,
মৃত্যু হবার পরে আমরা কোথায় থাকবো গিয়ে।
বেহেস্ত আছে, দোযখ আছে কোথায় আমার স্থান,
কোনখানে ঠিকানা হবে না জানে মোর প্রাণ।
জানিনে মোর জীবন নদী কেমন যে টলটলা ।।

আমি আশিক প্রেম দিওয়ানা প্রভুর প্রেমে রই,
এপার ওপার দুই পারে যেন পাপ মুক্ত হই।
দুই দিবসের এই দুনিয়ায় প্রভু তোমায় ডাকি,
কাজের ফাঁকে চলতে ফিরতে তোমায় মনে রাখি।
আমার জন্য রেখ তুমি বেহেস্তের দোর খোলা।।

(১৮)

হাজার প্রভাত বসে আছি তোমার প্রার্থনায়,
প্রভু আমার মনে তোমার মিলনের গান গাই।

প্রতিদিন খুঁজি আমার মধ্যে তোমার নূরের ছায়া,
তোমার জন্য হৃদয় জুড়ে আছে আমার মায়া।
এক সাগরের তৃষা বুকে তোমায় পাবার তরে,
আবেগী এই বুকের ভিতর তোমার স্মৃতি ঝরে।
হৃদয় হবে বিরাণ ভূমি তোমায় যদি না পাই।।

প্রতিধ্বনি শুনতে পাও কি প্রভু আমার ডাকে,
পাঁচ বেলাতেই তোমার তরে প্রার্থনা মোর থাকে।
তোমার সাথেই থাকার স্বপ্ন মনের মধ্যে আছে,
সকল সময় তোমার গুণ গানই আমি গাই।।

ঝরে পড়ে কান্না হয়ে শ্রান্ত মেঘের ভেলায়,
প্রকৃতি জেগেওঠে তোমার অপার লীলা খেলায়।
তোমার সৃষ্টি সাত আসমান কতই যে তার রুপ,
কেউ গায় কেউ বর্ষে কেউ আবার নিশ্চুপ।
তোমায় ডেকেই যেন আমার দিনটা কেটে যায়।।

(১৯)

তোমার সৃষ্টি আজব জগত হাজার শেখার আছে
স্মৃতিশক্তি দিও প্রভু চাই তোমারই কাছে।

জীবন ভরেই শেখার ইচ্ছা শেখার নাইতো শেষ,
দুই দিবসের দুনিয়া ছেড়ে যাব নিরুদ্দেশ।
কান্না করে লাভ কি বল দু:খ ভুলে রই,
পাঁচ বেলাতে তোমার সাথে একই কথা কই।
তোমায় স্মরণ করি আমায় ভুলিও না পাছে।।

হই যেন গো বনমালী ফুলের সাথে বাস,
মনের মধ্যে জেগে থাকুক ফুলেরই সুবাস।
মানবতার জয় হোক তাই প্রার্থনাতে বলি,
তোমার দেয়া পথের দিশা যেন মেনে চলি।
সুস্থ দেহে থাকি যেন, যতদিন এ প্রাণ বাঁচে।।

মন পুড়িয়ে খাটি করো বেহেস্তেরই তরে,
পূণ্য নিয়ে যেতে চাই গো ছোট্ট মাটির ঘরে।
প্রভুর হৃদয় গাঁথা আছে আমার হৃদয় মাঝে,
তাহার কথাই ভাবি আমি প্রতি সকাল সাঁঝে।
ফুল ফসলে ভরিয়ে দাও আমার জীবন গাছে।।

(২০)

কবির নাম কি রাখিবে মনে যে সময় আমি নাই?
মৃত্যুর পর তবুও সবার ভালোবাসা পেতে চাই।

জানিনে এ সাধ স্পর্ধা কিনা তবুও এ মন চায়,
আমার লেখা তোমাদের মনে জায়গা যেন গো পায়।
সব কবিদের কল্পনা থাকে লেখা পাক অমরতা,
জানিনা কবে আসিবে আমার বিদায়ের সে বারতা।
আবেগী আমার এই যে কলম কতদিন লিখে যায়।।

সৃষ্টিকর্তার জন্য তেমন পূণ্য করিনি আমি,
বেহেস্ত দোজখ কোথায় জায়গা জানেন অন্তর্যামী।
বুকের ভিতরে গোলাপ কুড়িটা ফুটিয়া ঝরিয়া যাবে,
দ্যুলোক ভূলোক গোলক ভেদিয়া স্বর্গ কোথায় পাবে,
আমার আত্মা লইয়া প্রভু কতই খেলিয়া যায়।।

যদি করিতে পারি বন্ধুরা সকলের মন চুরি,
যদিও আমার মতন লেখক বাংলায় ভুরি ভুরি।
আমার জন্য সাড়ে তিনহাত রয়েছে মাটির গোর।
মোর তরে মোর বন্ধুরা রেখ খুলিয়া মনের দোর।
যুক্তিতর্ক খাটেনা সেখানে, সমর্পণ সেথায়।।

(২১)
ইথারে ইথারে ভাসে যেন প্রভু মানুষের প্রতি প্রেম,
তোমার সমীপে আমার এমন কবেই যে সপিলেম।

নীরবে নীরবে তোমাকেই ডাকি দিকহীন এই আমি,
মানুষের প্রেমে তোমাকেই খুঁজি তুমি হে অন্তর্যামী।
জীবন যেন স্বর্গীয় হয় প্রার্থনা মোর তাই,
বেহেস্ড় দোজখ তোমার বিচার তুমিই দিওগো রায়।
আমাকে তো প্রভু ভালই রেখেছ কৃতজ্ঞ রহিলেম।।

সময় বহিয়া চলে নিরবধি বাঁকে বাঁকে চলে প্রাণ,
অনুভবে আসে মুত্যুর চেয়ে জীবনই যে মহান।
স্নিগ্ধ মধুর হাওয়া মনে লাগে মানুষের হাসি দেখে,
মানবতার জয়গান গাই কবিতা যাইগো লেখে।
যেখানে সেখানে পথে প্রান্তরে হাসিকে কুড়াইলেম।।

বর্তমানেই সুখী হতে চাই পলে পলে খুঁজি সুখ,
পাশের লোকের কষ্ট দেখলে বেড়ে যায় মোর দুখ।
দিবানিশি শুধু একটাই চাওয়া সবাই সুখী হোক,
তুমিই তাদের সুখী কর প্রভু পৃথিবীর যত লোক।
শান্তিসুখের আশায় প্রভু কাজ করে গেলেম।।

(২২)
কাঁদিয়া জনম কাটাতে চাই নে সুখের তালাশ করি,
প্রভু আমায় সুখ দিও তুমি তোমাকে যেন স্মরি।।

প্রকৃতিতে কত সুখ ঘোরে ফেরে নগরের কোলাহলে,
কিছু সুখ আমি কুড়ায়ে পেয়েছি কিছু দুই পায়ে দলে।
আকাশ ছোয়া দু:খগুলোকে আকাশেই তুলে নাও,
ঘাস ফুল দিয়ে আমার জীবন বাসর সাজায়ে দাও।
শিশির সিক্ত করিও তুমি হৃদয় শীতল করি।।

বিরহ বিষে বিদ্ধ করো না মধুর মিলন চাই,
আমার কথায় কেউ যেন প্রভু কষ্ট যেন না পায়।
পার্থিব এই লীলাভূমিতে যে হাসিমুখ খুঁজে ফিরি,
আমার কষ্ট দুর করতে প্রভু আর করো না কো দেরি।
বুকের ভিতর চাপ ধরে আছে বাঁচার চেষ্টা করি।।

এ দিকে তাকাও দু'চোখে দেখ আমার অশ্রুপাত,
তোমার সমীপে রোজ পাঁচবার তুলে থাকি দুই হাত।
মানবতার চাষ কর প্রভু প্রাণী কুলের ভিতরে,
শোকহীন কর আমার জীবন ধুকে নাহি যাই মরে।
এখানে সেখানে সবখানে আমি সুখের চর্চা করি।।

(২৩)

বদলে দিলে দিলটা আমার দিল হলো দিওয়ানা,
তোমার বিষয় কিছুই প্রভু হয়নি আমার জানা।

প্রাণ পেয়ালায় প্রেম ঢালো গো, প্রেম বিলাবো আমি,
সৃষ্টি সেবায় মগ্ন রবো ওগো অন্তর্যামী।
বুকের মধ্যে রইলে প্রভু দিলে তোমার গান,
শান্তি আমি চাই যে প্রভু চাইনে বিত্তশান।
মানব প্রেমে মগ্ন হবো কেমনে তা নেই জানা।।

সাক্ষী আছে নীলাভ আকাশে সাক্ষী লাখো তারা।
তোমায় ভালোবেসে যাবো ঈমান নিয়ে মারা।
বদনসীবের নসীব তুমি পাল্টে দিও সুখে,
তোমার সৃষ্টি কেউ যেন গো আর থাকে না দু:খে।
বিশ্বটাকে শান্তি দিও করোনা প্রভু মানা।।

বারুদ পোড়া গন্ধ যেন ভাসে না বাতাসে,
যুদ্ধ বন্ধ কর প্রভু মানুষ যেন হাসে।
পৃথিবীতে কেউনা মাতে ধ্বংসযজ্ঞ খেলে,
সবার বুকে গোলাপ চাষো প্রেম দিও গো ঢেলে ।
দুঃখ সবার দুর করে দাও আর করো না মানা।।

(২৪)

আমায় সবাই বুঝে না গো যদি বুঝতে পারে,
তাহলে তারা সত্যি আমায় ভালোবাসবে পরে।

আমার চোখে চোখ মেলে চাও মনের সাড়া পাবে,
তোমার দু:খ একটু হলেও কম হয়ে তা যাবে।
দুই দিবসের এই দুনিয়া মরন হলেই শেষ,
তোমাদেরকে ছেড়ে আমি যাবো নিরুদ্দশ।
তার সাথেই গল্প করি ভালোবাসি যারে।।

আমার কাব্য পাঠক যারা তাদেরকে ছালাম,
তাদের ভালোবাসা পেলে বাঁচবে আমার নাম।
আমার কাব্য দু:খ ভোলাক এই মনেতে আশা,
সবার জন্য রইল আমার মনের ভালেবাসা।
প্রভূর কাছে পানাহ্ চাই যে আমি বারে বারে।।

প্রেম, বিচ্ছেদ, প্রার্থনা তিন ধারাতে লেখি,
পরের দু:খে দুখি পরের সুখকে নিজের দেখি।
সবার জীবন সুখী হোক সেটাই আমি চাই,
ভালোবাসা ছাড়া আমার দেবার কিছু নাই।
মনের কথা পাঠক ছাড়া আর বলবো কারে।।

(২৫)

চিরঞ্জীব হে প্রভু আমার রইবে অনাদি কাল,
আমায় ঘিরে রাখুক তোমার ভালবাসার জাল।

আকাশ জমিন পানির পরে যা কিছু সব আছে,
সবই তোমার প্রভু আমায় নিও তোমার কাছে।
তোমার আসন বিশ্ব জোড়া তুমি হে মহান,
আমায় প্রভু দিও তুমি তোমার দয়ার দান।
তোমার কাজে প্রার্থনা মোর ভাল রেখো হাল।।

প্রভু তোমার জ্ঞানের কোন নেইকো তুলনা,
আমি অধম প্রভু তুমি আমায় ভুল না।
সৎপথে চালাও মোরে পথ ভুল না করি,
কাজের ফাঁদে প্রভু তোমায় সকল সময় স্মরি।
জীবন আমার চলছে প্রভু টক মিষ্টি ঝাল।।

ঝগড়া বিবাদ না করি কষ্ট দেইনা কভু,
সহনশীল করো আমায় শান্ত রাখো প্রভু।
লোকের মাঝে শান্তি বিলাই এ হোক ধর্ম মোর,
আমার জন্য খোলা রেখো বেহেস্তেরই দোর।
কাউকে কষ্ট দেইনা, কাউকে দেইনা কোন গাল।।

(২৬)

হে আমার প্রতিপালক হে সৃষ্টিকারী,
আমার জীবনে দিও না তুমি কোন আহাজারি।

কলুষিত হয় না যেন আমার সরল মন,
স্বচ্ছলতা দিও প্রভু পরিমিত ধন।
বিশ্বজগত সবই তোমার আমিও তোমার দাস,
জীবনটা হোক সহজ সরল না হোক হাঁস ফাঁস।
সময়মত আমি যেন সকল কাজই সারি।।

তোমারই সমীপে করি নিজেকে সমর্পণ।
কষ্ট না পাই প্রভু আমার ভালো রেখ মন।
শাস্ড়ি আমায় দিও না প্রভু আমায় কর মাফ,
সৎপথে চালাও তুমি করি না যেন পাপ।
শক্তি দিও আমায় প্রভু ডাকতে যেন পারি।।

তোমার কাছে জবাবদিহির সময় যখন হবে,
প্রভু তুমি সহজভাবে পার করিও তবে।
তোমার পথের দিশা দিও বিপথে না যাই,
তোমার কাছে সকল গুনাহ্র পানাহ্ আমি চাই।
দূর্ঘটনা ছাড়াই চলুক আমার জীবন গাড়ী।।

(২৭)

সর্বজ্ঞানী প্রভু তুমি আমার খবর রেখো,
এপার ওপার দুইপারেতে আমায় তুমি দেখো।

তোমার প্রতি আছে প্রভু অটুট বিশ্বাস,
তুমি আমার অস্তিত্ব আমারই নি:শ্বাস।
আমার যত খারাপ স্বভাব করি যেন বর্জন,
তোমার সাধনাতে তোমায় করিব অর্জন।
পরিবার প্রতিবেশীর সুখ দু:খ দেখো।।

অস্তমিত হবে যখন আমার এ জীবন,
সুস্থ রেখে তুলে নিও ভালো রেখো মন।
সীমা লঙ্ঘন না করি যেন জীবন চলা কালে,
জড়িয়ে নিও আমায় প্রভু ভালোবাসার জালে।
দেশ তথা বিশ্বলোকের দু;খে পাশে থেকো।।

সম্প্রদায়ের মাঝে কোন বিভেদ নাহি থাকে,
মানুষে মানুষে যেন ভ্রাতৃত্ব রাখে।
মানুষের মন থেকে ঘৃণা কর দূর,
সবার মনে বেজে উঠুক মিলনেরই সুর।
হানাহানি বন্ধ হোক এ বিষয়টা দেখো।।

(২৮)

সবচেয়েতে মর্যাদাবান প্রভু দয়াময়,
আমার জীবনে প্রভু মর্যাদা যেন রয়।

সুবিন্যস্ড় কর আমার জীবন পথ চলা,
আমার মুখে আসে যেন মিষ্টি কথা বলা।
মৃত্যু যন্ত্রনা থেকে মুক্ত যেন থাকি,
বিশ্ব প্রভু তোমায় যেন অন্ড়রেতে রাখি।
তোমার দয়ার দান কিছুই ভোলার কথা নয়।।

তোমার আমার সম্পর্ক হোক আত্মার,
ছিন্ন যেন হয় না সেটা কোনদিনও আর।
আকাশ জমিন পানির মাঝে তোমার অবস্থান,
আমায় ভালোবেসে প্রভু জুড়িও আমার প্রাণ।
জীবন আমার হয় যেন গো শুধুই কল্যাণময়।।

সবার জীবনই করো তুমি লিপিবদ্ধ,
তোমার অসীমতা জানা আমার অসাধ্য।
সুক্ষদর্শী তুমি প্রভু অন্তর্দৃষ্টি দাও,
আমার প্রার্থনা কি প্রভু তুমি শুনতে পাও?
তুমি ছাড়া আমার জীবন শুধুই বিষাদময়।।

(২৯)

সূক্ষদর্শী প্রভু আমার তুমি সর্বজ্ঞানী,
পরাক্রমশালী তোমায় সর্বজ্ঞ মানি।

মহিমান্বিত প্রভু আমায় দয়া কর,
সহজ সরল এই জীবনে সুখ শান্ড়ি ভরো।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা সবই তোমার দান,
এপার ওপার দুই পারেতে রাখিও সম্মান।
তুমি এক তোমায় আমি মহান বলেই জানি।।

আমার বুকে দিও তুমি আত্মবিশ্বাস,
নির্মল বাতাস দিও সুস্থ নিঃশ্বাস।
সুপেয় পানি দিও গো স্বাদের খাবার দাও
মাথা গোঁজার ঠাই দিও সুস্থ তুলে নাও
ভালমন্দ বেছে চলুক আমার বিবেক খানি।।

সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক প্রভু,
অন্যায় না করি যেন কারো প্রতি কভু।
কিভাবে বুঝিব বল তোমার নিদর্শন,
প্রভুর কাছে প্রার্থনা মোর স্বচ্ছ রেখো মন।
বিভ্রান্ড়ি মনের মধ্যে দিও না গো আনি।।

(৩০)

তোমায় যখন ডাকি প্রভু আমার অশ্রু ঝরে,
আমার মনের ভালবাসা শুধুই তোমার তরে।

তোমার কাছে প্রেমের চিঠি লিখবো আমি মনে,
তোমায় স্মরণ করবো প্রভু শুধুই ক্ষণে ক্ষণে।
তোমায় কাছে পাবো বলে তুলেছি দুই হাত,
একটা নজর দেখা দিও আমার আখিপাত।
জীবন চলার মাঝে হৃদয় তোমায় স্মরণ করে।।

এই পৃথিবী সরাইখানা দুইটি দিনের পথ,
তোমার পথেই হোকনা মরণ রেখো তুমি সৎ।
দুনিয়াদারীর মোহ থেকে মুক্ত রেখ মোরে,
পুণ্য নিয়ে যেতে চাই যে সাড়ে তিন হাত গোরে।
দুঃখ গুলো উঠিয়ে নিও ফুলের সুবাস করে।।

(৩১)

দুনিয়া নিয়ে ভাবিসরে তুই ভাবিসনা তো আখেরাত,
বিশ্বলোকের মায়ায় ঘেরা রঙ্গ ভরা আঁখিপাত।

খুলে দে তোর মনের দুয়ার যেতে হবে ঐ পারাপার,
করিস না তুই আর মন ভার মিলাস রে তুই হাতে হাত।
দিলের মধ্যে খোদা রেখে করবি সৃষ্টি আপন তার,
মালিক সবই দেখতে পারেন হাজার ছবির রূপকার।।

হাজার গল্পে জীবন গাঁথা যেন একটা নকশী কাথা,
কমিয়ে নে তোর দোষের খাতা শুধরে নে তোর ভুলের খাত।।

দ্যুলোক ভূলোক গোলক নিয়ে আর কতকাল ভাববি বল,
মৃত্যুর পর কোথায় যাবি এইটা নিয়েও ভাববি চল।
একই পথের যাত্রি সবে মাটির নীচে যেতে হবে,
আল্লহকে তুই ডাকবি কবে খুলবে রে তোর আখিপাত।।

(৩২)

দুই দিবসের প্রাণের মেয়াদ সময় বড় কম,
হাসতে খেলতে প্রভু তুমি নিও আমার দম।

জন্ম মৃত্যু তোমার হাতে সুখ দু:খ সব,
প্রভু তুমি জাগিয়ে রেখ প্রাণের কলরব।
কাব্যে কথার চরণ লিখি প্রভু তোমায় নিয়ে,
জীবন গেলাস পূর্ণ কর ভালোবাসা দিয়ে।
আমার দিলে দিও তুমি অসীম রহম।।

সৃজন তোমার জগতখানা আমি ক্ষুদ্র দাস,
সহজ কর জীবন চলা আমার বসবাস।
তোমার তরেই ঝরুক আমার নীরব অশ্রুজল,
কর্ম করে খেতে পারি দিও শক্তি বল।
ভয় কষ্ট দিও নাগো আসলে মৃত্যুযম।।

(৩৩)
গোপনেতে প্রাণ সপিলাম প্রভু নিরাকার,
প্রতিদিনই প্রার্থনা মোর তোমারই দরবার।

দিনটা শুরু তোমায় ডেকেই তোমায় ডেকেই শেষ,
দুইদিনের এই দুনিয়া ছেড়ে যাবো নিরুদ্দেশ।
সুখের সুবাস চারিদিকে ভাসিয়ে দিও প্রভু,
তোমার বিধান মানতে যেন ভুল হয়না কভু।
তোমার সাথে সম্পর্ক শেষ না হোক আর।।

পাপের হিসাব নিওনাগো পুণ্য ঢেলে দাও,
পাপের পথ থেকে তুমি আমাকে ফেরাও।
নিষ্ফল করোনা প্রভু সফল জীবন দিও,
শান্তি দিও আমার মনে সুস্থ তুলে নিও।
দুই জগতের কুঞ্জবনে স্থান হোক আমার।।

(৩৪)
উড়বে আমার প্রানের পাখি শূন্য হবে খাঁচা,
জীবন সহজ করো প্রভু সহজ কর বাঁচা।

পাপ হইতে দুরে রাখো বেহুশ পাগল কয়,
জপি তোমায় মনে প্রানে শক্তি যেন রয়।
মেঘের কাছে জল চেয়েছি বৃষ্টি ভিজুক প্রান,
স্বচ্ছলতা চাই গো প্রভু, চাইনে বিত্ত শান।
মিথ্যা কথা না যেন কই, কই যেন গো হাঁচা।।

অস্তাচলে যাবার আগেই পূন্য যেন করি,
তোমার গুন গান গাইবো তোমায় যেন স্মরি।
সারা জনম তোমায় যেন বাসতে পারি ভালো,
আমার বুকে জাগিয়ে দাও ভাল্‌বাসার আলো।
তোমার জ্ঞানের আলোক দিও সত্যি আমি কাঁচা।।

(৩৫)

তীরে ভিড়াও আমার তরী প্রভু দয়াময়,
শেষ বেলাতে আমার যেন সুস্থ মরণ হয়।

বেহেস্ত দোজখ তোমার হাতেই তুমি মহাপ্রান,
মধুর সুরে গাইব আমি তোমার গুন গান।
হিংসে ভুলে সবাই মিলে করবো বসবাস,
শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায় নেই তো সর্বনাশ।
মহাজগতের প্রভু তোমার নেই তো ক্ষয়।।

যে যার ধর্ম মেনে চলুক নেই সেখানে বাধা,
কাউকে আঘাত করবো না যে মানুষ হব সাদা।
দুখির পাশে এগিয়ে যাব সাধ্য শক্তি দাও,
আমার যত রাগ ক্রোধ প্রভু তুলে নাও।
আমার সাথে সবার যেন ভালোবাসা রয়।।

(৩৬)

স্রষ্টা তুমি সৃষ্টি নিয়ে খেলছো তোমার খেলা,
তোমার খেলার সাথী কর আমাকে এই বেলা।

মানব জীবন মধুর কর শান্তি মনে দাও,
আমার মনের রাগ ক্রোধ তুমি তুলে নাও।
তোমার খেলায় মুগ্ধ আমি আনন্দ অপার,
পার করিও দয়াল তুমি আমায় পরপার।
মানব মনে ভাসাও তুমি মধুর প্রেমের ভেলা।।

জন্ম মৃত্যু নিয়েই চলে আমাদের জীবন,
ধ্বংস সৃষ্টি নিয়ে প্রভু ব্যস্ত সারাক্ষন।
অমর তুমি তোমার খেলা চলবে নিরন্তর,
আমার শুধুই স্বল্প জীবন দুই দিনেরই ঘর।
তবুও বসাই এই দুনিয়ায় চাওয়া পাওয়ার মেলা।।

(৩৭)

দুই দিবসের পান্থশালায় আমি পথিক জন,
তোমায় যেন ডাকি প্রভু এমন করো মন।

প্রেমের বীনা বাজাও বুকে মানুষ ভালোবাসি,
পূণ্য নিয়ে প্রভু যেন তোমার কাছে আসি।
তুমি মোর পথের দিশা তুমি মোর আপন।।

অনিশ্চিত জীবন আমার সহজ করো চলা,
তুমি আমায় শিখিয়ে দাও মধুর কথা বলা।
আমার বিরান মরুবনে তুমি সবুজ বন।।

(৩৮)

কালের চাকায় পিষ্ট হয়ে যখন অবেলায়,
প্রভু চলার শক্তি দিও এই অধম আমায়।

জীবন বাতি নিভতে পারে যে কোন সময়,
আমার দেহ আমার হৃদয় সুস্থ যেন রয়।
আমি যেন রই না প্রভু পড়ে বিছানায়
প্রভু চলার শক্তি দিও এই অধম আমায়।।

জীবন মৃত্যু পাশাপাশি মধ্যে একটা নদী,
সেই নদীতে জীবনের গান গাইবো নিরবধি।
এই জীবনে ভালো থাকার সুযোগ যেন পাই,
প্রভু চলার শক্তি দিও এই অধম আমায়।।

(৩৯)
আমার গানেতে লিখে যেতে চাই প্রভুর প্রেমের কথা,
মানুষের মাঝে পায় যেন খুঁজে যুগে যুগে অমরতা।

খোদা ভীরু মাঝে রইবে বাঁচিয়া আমার গানের কলি,
পাথর হৃদয় গলিয়া যাইবে প্রভুর গল্প বলি।
বুকের ভেতরে প্রভুর সাধনা প্রেমময় আকুলতা।।

প্রভু আমায় শক্তি দাও গো তোমায় ডাকতে পারি,
হাজার হৃদয়ে ভালোবাসা দিয়ে মানুষের মন কাড়ি।
গর্ব আমার আসে না যেন চাই গো সাধারণতা।।

(৪০)
অহংকার থেকে আমায় রক্ষা করো প্রভু
মহান স্রষ্ঠা তোমায় আমি ভুলিনা যেন কভূ।

আমি যেন হইনা কারো কাছে অপমান,
এপার ওপার দুই পারেতে রাখিও সম্মান।
কাউকে ধোকা দেইনা যেন করিনা আঘাত,
ভালো কাজে ব্যস্ত থাকি প্রতিদিন রাত।
বিচ্যুত করোনা তোমার পথ থেকে কভূ।।

প্রকাশ্য প্রচ্ছন্ন পাপ থেকে রাখো দূরে,
মনে বাজুক শান্তি বিনা সুমধুর সুরে।
খেয়াল খুশিমত চলেও বিপথে না যাই,
আমার জীবন চলায় যেন তোমার দয়া পাই।
তত্র জ্ঞানী মহাজ্ঞানী কষ্ট দিওনা কভূ।।

(৪১)

তোমার যত নিষেধ আছে চাইনে আমি তা,
প্রভু তুমি ক্ষতিগ্রস্ত আমায় করো না।

জীবিকা দিও যেন আমার জীবন বাঁচে,
সচ্ছলতা চাইগো প্রভু আমি তোমার কাছে।
তোমার প্রতি বিশ্বাস মোর কভু হারায় না।।

চাইনে আমার দ্রাক্ষালতা লাল শরাবের পানি
তোমার দেয়া পানি আমার বাঁচা্য় জীবন খানি
তোমায় পাওয়ার নেশা ছাড়া নেশা বুঝি না।।

(৪২)

বিপদগামী করো আমায় প্রভু দয়াময়,
তোমার নির্দেশী পথেই মরন যেন হয়।

আকাশ মাটি টানির মাঝে সৃষ্টি নিদর্শন,
সে সব দেখেই প্রভুর প্রতি আত্মসমর্পণ।
কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে হইনা যেন লিপ্ত,
কারো প্রতি যেন প্রভু হইনা কভু ক্ষিপ্ত।
তোমার প্রতি আমার হৃদয় অটুট বিশ্বাসময়।।

আমার জীবন চলার পথে স্বাধীনতা দিও,
শৃঙ্খলতা থেকে আমায় মুক্ত করে নিও।
বুদ্ধিমত্তা দিও আমায় অজ্ঞতা দূর কর,
ঝড়ঝঞ্ঝার জীবন থেকে তুমি রক্ষা কর।
অন্ন বস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা থাকার জায়গা হয়।।

(৪৩)
জীবিকায় দিও প্রভু কাজের সুযোগ,
অন্য কারো সম্পত্তি না করি ভোগ।

নিরুপায় করো না আমায় চলার শক্তি দাও,
সবার জন্য মিষ্টি কথা বলার শক্তি দাও।
অপরাধী না হই যেন না হয় কষ্ট ভোগ।।

জীবন বোধ হয় যেন মোর সহজ সরল,
মানুষ ভালোবাসার জন্য দিও শক্তি বল।
সুস্থ দেহে রেখো আমায় হয়না কঠিন রোগ।।

(৪৪)
এক আল্লহ তোমায় যেন আমি আপন করি,
প্রার্থনা আমি প্রভু সদাই তোমায় স্মরি।

অনুসরণ করি যেন তোমার দেয়া পথ,
সারা জনম আমি যেন মানুষ থাকি সৎ।
পিতা মাতার সাথে যেন করি সদ্ব্যবহার ,
তোমার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই আমার।
নিষিদ্ধ যা করেছো প্রভু সেই কাজ না করি ।।

জানা ও অজানা আমার যত আছে পাপ,
দয়াল তুমি সে সব গুনাহ করে দিও মাফ।
ন্যায্যভাবে জীবন চলুক ন্যায্য পথে চলি,
কষ্ট দিয়ে কাউকে যেন কথা নাহি বলি।
জীবন সংসার দিও আমায় সুখ শান্তি ভরি।।

(৪৫)

ঠকাই না যেন কাউকে আমি করি না মিথ্যাচার,
ক্ষমা করো আমায় প্রভু যখন শেষ বিচার।

ভ্রান্তপথে দিওনা গো পথের দিশা দাও,
আমার বলা না বলা সব দেখতে তুমি পাও।
তোমার নেশায় বুদ হয়ে রই ডাকি হাজার বার।।

সুস্থ মৃত্যু দিও আমি ভয় যেন না করি,
জীবন নামের সরাইখানা সুখে দিও ভরি।
তুমি ছাড়া বিশ্ব ভবে প্রভু নেই যে আর।।

(৪৬)

মেঘের সাথে মেঘের যুদ্ধ হঠাৎ বজ্রপাত,
মেঘের কাঁন্না হয়ে ঝরে অমর বৃষ্টিপাত।

মেঘের দেশেই নিও প্রভু তোমায় খুঁজে পেতে,
সহজ করে দিও এই পথ তোমার কাছে যেতে।
তোমার প্রতি আছে প্রভু অগাধ বিশ্বাস,
তোমার সাথে মিলন হবে এটাই মনে আশ।
অদৃশ্য মান প্রভু তোমায় স্মরি দিন রাত।।

নিরাকার হয়েও তুমি আছো আমার মনে,
পাঁচ বেলাতে কথা বলি আমি তোমার সনে।
মহা শান্তি থেকে তুমি রক্ষা করো প্রভু,
অন্তর থেকে তুমি যেন না চলে যাও কভু।
মিথ্যাচারী না হই যেন ওগো দয়ার নাথ।।

(৪৭)

ফেৎনা ফ্যাসাদ থেকে আমায় রাখো তুমি দূরে,
তোমায় যেন ডাকি দয়াল সব চেয়ে মধুর সুরে।।

ভ্রান্ত পথে না যাই যেন সঠিক পথে নাও ,
আমার এ ডাক প্রভু তুমি যেন শুনতে পাও।
তোমায় পাবার জন্য আমার হৃদয়টা যায় উড়ে।।

বেহুশ আমি তোমার পাগল তোমার ধ্যানেই মাতি,
সুখ শান্তি পাই যেন গো সকল মানব জাতি।
তোমায় না পেলে প্রভু আমার হৃদয় পুড়ে।।

(৪৮)

দয়াল তুমি রেখ আমায় তোমার ছায়া তলে,
আমার বুকে কেন দয়াল তুষের আগুন জ্বলে।

অন্ধকারে আছি দয়াল আলোর পথে নাও,
আমার জীবন এলোমেলো সুষ্ঠ করে দাও।
তুমি আমার প্রতিপালক তুমি অমার প্রভু,
হাজার বিপদ আসুক তোমায় স্মরন করি তবু।
তোমার কথা মনে আসে শুধু পলে পলে।।

তোমার প্রতি আমার যেন না হারায় বিশ্বাস,
ওগো দয়াল তুমি আমার প্রতিটা নিঃশ্বাস।
পথভ্রষ্ট হইনা যেন মালিক দয়াময়,
তোমার পথেই আমার যেন চির বিদায় হয় ।
আমার প্রতি যেন দয়াল তোমার হৃদয় গলে ।।

(৪৯)

আত্ম বিশ্বাসী কর প্রভু দয়াময়,
তোমার পথে চলেই যেন তোমার দেখা পাই।

অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যেন তোমার দেখা পাই,
নিরাকার প্রভু তোমার নুরের দেখা চাই।
সত্যত্যাগী না হই যেন বিভ্রান্ত করোনা,
সৎ পথে ব্যস্ড় রব না করি যেন গুনাহ।
আমার বুকের মধ্যে তোমার অস্তিত্ব রয়।।

শান্তি দিও আমায় প্রভু সুখের পরশ চাই,
ক্ষতি গ্রস্থ হইনা যেন তোমায় যেন পাই।
সাত আকাশে সাজানো যে তোমারই বাগান,
আমার হৃদয় করোনা গো ভেঙে খান খান।
অশান্তি না ঘটায় প্রভু দ্বন্দ্ব নাহি হয়।।

(৫০)

সত্যবাদী কর আমায় মহান হৃদয় দাও,
অদৃশ্য প্রভু তুমি আমার খবর নাও।

মহাজ্ঞানী তোমার জ্ঞানের একটু পরশ দাও,
অহংকার করার আগে আমায় তুলে নিও।
কেয়ামতের দিনে আমায় পার করিয়া নাও।।

সত্যবাদী কর আমায় মহান হৃদয় দিও,
দুঃখ কষ্ট সইতে পারি এমন শক্তি দিও।
ভুল ত্রুট শুধরে দিয়ে সরলপথে নাও।।

(৫১)

ক্ষমা কর প্রভু আমার যত আছে ভুল,
জীবনটাকে বানিয়ে দাও বেহেস্তেরই ফুল।

পদস্খলন না ঘটে যেন প্রার্থনা মোর তাই,
আত্ম বিশ্বাস দিও তুমি তোমায় আমি চাই।
তোমারই অনুগ্রহেতে আমার বসবাস,
আমার ভালোবাসার তুমি ফুলেরই সুবাস।
তোমার জন্য যেন সদাই থাকি গো ব্যাকুল।।

প্রভু তুমি পবিত্র আর তুমিই মহান,
পৃথিবীতে রেখো আমার মান সম্মান।
অহংকার দিওনা আমায় নম্র যেন হই,
মিথ্যা কথা কারো সাথে আমি না যেন কই।
তোমার অনুগ্রহ পাবার আশায় যে ব্যাকুল।।

(৫২)

মনের যত ভয় প্রভু দূর করে দাও সব,
ধৈর্য দিও বুকে বাজুক প্রানের কলরব।

তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ রই, তুমি দয়াময়,
তোমার উপাসনায় প্রভু জগত আলোময়।
প্রভু আমায় দেখে রেখ একুল ওকুল সব।।

কালের চক্রে আমি যেন হারিয়ে না যাই,
একদিন না একদিন যেন প্রভুর দেখা পাই।
দুই দিনের এই পান্থশালায় প্রভুই আমার সব,
ধৈর্য দিও বুকে বাজুক প্রানের কলরব।।

(৫৩)

সংযত রাখিও আমায় পরম দয়াময়,
তোমার পথেই থেকে আমার জীবন চলা হয়।

জুলুম আমি না করি যেন অন্য কারো সাথে,
আমার হৃদয় যেন তোমার প্রার্থনাতেই মাতে।
অনটন গ্রস্থ যেন হইনাকো জীবনে
সচ্ছলতা দিও তুমি শান্তি দিও মনে।
দূর করে দাও আমার মনের দুঃখ কষ্ট ভয়।।

অজ্ঞতা মোর দূর করে দাও জ্বালো জ্ঞানের আলো,
সুস্থ যেন থাকি আমার শরীর থাকে ভালো।
খুশি রেখ মনটা যেন তোমায় ডাকতে পারি,
আমার কলবে তোমারই নাম থাকে যেন জারী।
তুমি আমার প্রতিপালক তুমিতো আশ্রয়।।

(৫৪)

কাজের সুযোগ দিও প্রভু ব্যস্ত থাকি কাজে,
দয়া মায়া দিও তুমি আমার দিলের মাঝে।

ঈর্ষামূলক কাজ যেন কখনও না করি,
শেষ বিচারে পানে যেতে আলোর পথ ধরি।
তোমার কথায় শুধুই আমার মনের মধ্যে বাজে।।

তুমি বিশ্ব পিতা প্রভু তোমার তো নাই ক্ষয়,
তোমায় ভালোবাসি প্রভু তোমায় করি ভয়।
ভবের হাটে প্রেমের বেচাকেনা বুঝি না যে।।

(৫৫)
পরাক্রমশালী প্রভু ক্ষমার আধার,
বিশ্বজগত প্রতিপালক তুমি যে আমার ।

তোমায় করেছি যে আত্মসমর্পন,
তোমার কাছে প্রার্থনা মোর বড় করো মন।
তোমার উপাসনায় আমি ব্যস্ত হয়ে রই,
আমার সকল মনের কথা তোমার সাথে কই।
তোমার কাছে আমার কিছুই গোপন নেই তো আর।।

তোমার কাছে তুলি দুই হাত ফিরিয়ে না দিও,
আমার মনের ইচ্ছেগুলো পূরন করে নিও।
জেনে শুনে বুঝে তোমায় করেছি গ্রহন,
তুমি সর্বেসর্বা প্রভু মহান তোমার মন।
তোমার কথা আামার মনে পড়ে বার বার।।

(৫৬)
প্রভু আমায় আশীর্বাদ দয়া বর্ষন কর,
তুমি আমার না হলে প্রভু হৃদয় জর জর।

আকাশ মাটি পানি সবই তোমার দয়ার দান,
জটিল নয় সহজ সরল করো আমার মন।
এহেন বিশ্বে যা কিছু রয়েছে তুমিই সবচেয়ে বড়।।

প্রার্থনা ছাড়া তোমায় দেবার নেই তো আর,
দু:খ ভোলাও সুখময় কর এ সংসার।
শান্তিময় হোক বিশ্ব শান্তিময় হোক ঘর।।

(৫৭)

কল্যানময় করো প্রভু আমার জীবন,
দু:খ নয় খুশি দিয়ে ভরো অমার মন।

অভাব থেকে দূরে রাখো পথের দিশা দাও,
আমায় তুমি সৎকর্মে সামিল করে নাও।
দ্বন্দ্ব থেকে দূরে রাখো জুলুম না যেন করি,
তোমায় আমি পাঁচ বেলাতে করি গো স্মরণ।।

পার্থিব জীবন হোক মন মুগ্ধকর,
বাঁধতে পারি একটা যেন শান্তি সুখের ঘর।
সর্বশক্তিমান থাকি তোমার অপেক্ষায়,
মৃত্যুর পর বেহেস্তেতে নিও গো আমায়।
জীবন জীবিকা কর সরলীকরণ।।

(৫৮)

ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যকে রাখো প্রভু দূরে,
মনের মধ্যে সুখের বীনা বাজুক মধুর সুরে।

বিচলিত হই না যেন উৎফুল- রই,
সবার সাথে মিষ্টি ভাষায় যেন কথা কই।
সুখ বিছায়ে দিও প্রভু দু:খ যাক না উড়ে।।

এমন আখি দিও প্রভু খারাপ না দেখি,
ভালো পথে চলে যেন জীবন কাব্য লেখি।
জীবন ভিজাও শান্তিরসে সুখী হৃদয় ফুড়ে।।

(৫৯)

যুদ্ধ চাইনা প্রভু আমার শুধুই শান্তি চাই,
সবার মনে প্রেম ঢেলে দাও ধৈর্য যেন পাই।

ত্যাগই আমার বড় ধর্ম ক্ষমার চর্চা করি,
নিষ্ফল করোনা প্রভু শান্তি নিয়া মরি।
যার যার ধর্ম তারা পালনে হোক সুখি,
আমার কারনে কেউ যেন না হয় প্রভু দুখি।
তোমার কথা মত চলি বেহেস্তের আশায়।।

কারো ক্ষতি করি না যেন দাও এমনই মন,
হিত কর্ম করি যেন আমি সারাক্ষন।
জীবনটাকে চমৎকৃত করে দিও প্রভু,
আমার পদস্খলন যেন না ঘটে যায় কভু।
তোমার অনুগ্রহ যেন সারা জীবন পাই।।

(৬০)

শোভন আমার জীবন জীবিকা দান কর,
গুনে জ্ঞানে আমায় তুমি মানুষ কর বড়।

সংযত হয়ে চলি পরের সেবা করি,
জীবন জয়ে নিশান যেন শক্ত হাতে ধরি।
কাজের ক্ষেত্র সহজ কর, সহজ কর ঘরও ।।

তোমার পথেই থাকি যেন সদাই মাতোয়ারা,
আমার ডাকে প্রভু আমার দিও তুমি সাড়া।
তোমায় যেন না ভুলে যাই, হাজার কাজের পরও।।

(৬১)

দয়াল আমায় মহাদোষে দোষী কইরো না,
মাফ করো গো দয়াল তুমি আমারই গুনাহ।

প্রবল শক্তিমান তোমার সকল নিদর্শন,
দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে করি সমর্পণ।
শান্তি স্থাপন কর প্রভু তোমার সৃষ্টি মাঝে,
ন্যায় সংযত আচরণ করবো সকল কাজে।
প্রভুর সীমারেখা যেন লঙ্ঘন করি না ।।

আমার ক্ষুদ্র জীবনেতে তোমার ধর্ম পাই,
চেষ্টা করে চর্চা করে বিধান মেনে যাই।
মৃত্যুভয় থেকে আমায় মুক্ত করো প্রভু,
মঙ্গলময় জীবন দিও দুখ দিও না কভু।
পুণ্যে যেন ভরা থাকে আমার এ আত্মা।

(৬২)

দুই দিনের এই দুনিয়াতে আমি মুসাফির,
যে কয়দিনই বাঁচি প্রভু দিও সুখের নীড়।

মনের বিষাদ দূর করে দাও হৃদয় থাক সুখে,
মানুষেরই ভালোবাসায় ভরে থাকুক বুক।
উচ্ছৃঙ্খল না হই যেন হই শান্ত ধীর।।

কারো প্রতি করি না যেন কোন অভিমান,
স্বচ্ছল করিও আমায় চাইনে বিত্তশান।
পার করিও দয়াল প্রভু যতই থাকুক ভীড়।।

(৬৩)

হাজার ফুলের সুবাস নিয়ে প্রভুর এই ভুবন,
হাজার জীবন প্রদীপ জ্বলে নেভে সারাক্ষন।

হাজার প্রেমের গল্প গাথা হাজার দুঃখ শোক,
হাজার তারায় ভরা তোমার এ বিশ্ব ভূলোক।
মরুর বুকে লুটিয়ে পড়া হাজার বালুকনা,
তোমার আমার হাজার স্মৃতি জুড়ে আছে মন।।

বুকের বাগান জুড়ে আছে হাজারও গোলাপ,
জীবন জুড়ে হাজার কথা হাজারো আলাপ।
প্রভুর প্রেমই সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে অতুল,
সেই প্রেমেতেই মেতে থাকি করিনা যেন ভুল।
হাজার স্মৃতি জুড়ে আছে আমার মনের বন।।

(৬৪)

প্রভুর প্রেমে মুগ্ধ আছি হাজার কোটি লোক,
সবার মনে প্রেম ঢেলে দাও শান্তি সবার হোক।

নীল কার্পেট আকাশ কাঁদে হাজার বৃষ্টি কনা,
তোমার প্রেমের বৃষ্টি দেখে হয়েছি আনমনা।
দু:খ যেন সইতে পারি সইতে পারি শোক।।

হাজার সৃষ্টি তোমার দেয়া তুমি আপন জন।
নানান রকম ফুল সুবাসে ভরে রেখ মন।
জ্ঞানের আলো দান করিও খুলে দিও মন।।

(৬৫)
দয়াল তুমি চড়িয়ে দিলে তোমার পানশী নায়,
জানিনা তো ভেসে চলেছি কোন সে অজানায়।

তোমার পথের পাগল আমি, তোমার কথায় নাচি,
দয়াল আমায় শান্ড়ি দিও যতকালই বাঁচি।
অন্ধকারে আছি দয়াল আলোর প্রদীপ জ্বালো,
স্বপ্ন পুরণ করো প্রভু আমায় রেখো ভালো।
তোমায় আমি ভেবে থাকি আমার কল্পনায়।।

ঘাটে ঘাটে রঙের মেলা জমছে বেচা কেনা,
কারো কাছেই প্রভু আমার না থাকে যেন দেনা।
হাজার কোটি লোকের ভীড়ে হারিয়ে না যাই,
আমার দিকে নজর দিও তোমার দৃষ্টি চাই।
তরণীতে গাইবো আমি চন্দ্র জ্যোৎস্নাময়।।

(৬৬)
কালের স্রোতে ভেসে চলে আমার এই জীবন
চাঁদনী রাতে দিও প্রভু আমারই মরণ।

সুরক্ষিত রেখ আমার পানশী নৌকা খানি,
তোমার দেয়া পথের দিশা আমি যেন মানি।
তোমায় খুঁজে ফিরি যেন আমি সারাক্ষণ।।

তোমার নাম জপে যেন দিন করি পাত,
ঘুমেও তোমার স্বপ্ন দেখে কাটুক আমার রাত।
তোমার জন্য সপেছি যে আমার সরলমন।।

(৬৭)

তোমার মহা সৃষ্টি যেন প্রভু জগত আলোড়ন,
মুসাফিরে প্রার্থনাকে করিও গ্রহণ।

জীবন যেন স্বরলিপি নয় তো হেলাফেলা,
কয় নিশীথের জীবন নিয়ে করছো প্রভু খেলা।
আমি তোমার তুচ্ছ সৃষ্টি, হে প্রতিপালক!
এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তুমিই তো চালক।
তুমি আত্মার পথের দিশা হে মহাজন।।

ছিল মলিন তোমার এ দাস তোমায় ডেকে যায়,
বুকের মধ্যে হাজার স্বপ্ন বাতাসে মিলায়।
আমার মনে সুবাস খুঁজি, খুঁজি তোমার নূর,
জানি প্রভু আমায় যেতে হবে বহু দূর।
আমি তোমার প্রেমে ভিখারী করি যে স্মরণ।।

(৬৮)

প্রভু তোমার উপমা নেই, নেই কো তুলনা,
প্রবল ইচ্ছা তোমায় পাবার নিরাশ করো না ।

শ্বেত কফিনে চড়ে প্রভু তোমার কাছে যাবো,
আশারাখি একদিন তোমার নূরের দেখা পাবো।
ওগো প্রভু তোমার পথেই দিও চারণা।।

নীল কার্পেট আকাশখানি যেমন বিশাল বয়,
আমার হৃদয় যেন প্রভু তেমন বড় হয়।
আমার প্রতি দয়াল তুমি করো করুণা।।

(৬৯)
প্রাচুর্যময় জীবন চাইযে স্বচ্ছলতা দিও,
দয়াল তুমি এই অধমকে দিনের পথে নিও ।

স্মৃতির দুয়ার খোলা আমার যাইনি কিছু ভুলে,
কষ্ট জীবন দূর করো প্রান ভরিও ফলে ফুলে।
সর্বজ্ঞ প্রভু আমার রাখিও মোর মান,
তোমার সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত প্রান।
আমার যত শোক অশ্রু জলে ভাসিয়ে নিও।।

আমি যেন হতে পারি একটা ভালো লোক,
ভালো মানুষ হিসেবেই আমার মরন হোক।
নিশির শিশির দিও বুকে তৃপ্ত কর হিয়া,
আমার বুকের ভালোবাসা প্রভুর লাগিয়া।
শুকিয়ে যাওয়া অশ্রু আমার বিলীন করে নিও।।

(৭০)
এমন যাদু দিও প্রভু আমার দুটি ঠোঁটে,
সবার জন্য শুধুই মিষ্টি কথা ফোটে।

মনের মধ্যে ঘৃনা নহে ভালোবাসা রয়,
তোমার সৃষ্টি ভালোবেসে জীবন যেন বয়।
যে কয়টা দিন বাঁচি প্রভু অন্ন যেন জোটে।।

তোমার তরে গাঁথবো প্রভু ভালোবাসার মালা,
বুকের ভিতর শান্তি দিও, দিও না গো জ্বালা।
কারো পরোমূখাপেক্ষী না হই যেন মোটে।।

(৭১)
বুকের ভিতর জীবন ঘুড়ি নাটাই প্রভুর হাতে,
তোমার ইশারাতেই চলছি আমি দিনে রাতে ।

যেমন করে বলতে বলো উড়াই তোমার বুলি,
দিনের পথেই নিও প্রভু তোমায় না যেন ভুলি।
সোনার ফ্রেমে বাসন্তী রাত চাইনি তোমার কাছে,
প্রভুর তরে আমার বুকে ভালোবাসা আছে।
তোমার নামে দিন শুরু হয় প্রতি দিনই প্রাতে ।।

আমার দিলে সুবাস দিও বিলাই তা সকলে,
আমার দেহ আমার এমন তোমারই দখলে।
তোমার বারন মেনে চলি তোমার আদেশ তাও,
আমায় শান্ত করো প্রভু অভিমান ভুলাও,
কারো সাথে উচ্চ স্বরে কথা কই না যাতে।।

(৭২)
তোমার প্রেমে নিঃস্ব হব ওহে মহা জ্ঞানী,
একটু জ্ঞান দান করো তোমায় আমি মানি।

তোমার জন্য যেতে পারি আমি তেপান্তর,
স্বচ্ছ কর প্রভু তুমি আমার এ অন্তর।
তোমার জন্য বইল আমার নোনা চোখের পানি ।।
তোমার স্বর্গ পাবার তরে মনে বড় আশা,
সেখানে গিয়ে করবো আমি শান্তি সুখের বাস।
তোমার নুরে ভরিয়ে দিও আমার হৃদয় খানি।।

(৭৩)

দয়াল আমায় গড়ে তোল চরম সহনশীল,
তোমার জন্য সদাই খোলা তোমার দাসের দিল।

চাঁদের আলো শীতল ঝিলে দেখতে সুমধুর,
আমার হৃদয় উদার কর, বিশাল সমুদ্দুর।
বৃথাই যেন হয়না আমার কোন অশ্রুপাত,
দুখের দিনে দয়াল তুমি, দিও আমার সাথ।
আমার বুকে দয়া দিও তুমি ক্ষমাশীল।।

একটুকু ঠাঁই দিও আমায় একটা ছোট নীড়ে,
খুঁজে নিও দয়াল আমায় কোটি লোকের ভীড়ে।
তোমায় পেলে জীবন ধন্য তাইতো তোমায় খুঁজি,
তোমায় ডাকার পরে আমি রাত্রিতে চোখ বুজি,
সদাই স্মরন রাখি দয়াল মানুষ মরণশীল ।।

(৭৪)

প্রভু আমার ভুল পাপ পুড়ে হোক খাঁক,
পুণ্য শুধু আমার বুকে স্বচ্ছ হয়ে থাক।

তোমার জন্য রইলো আমার সকল প্রশংসা
আমার মনে রই না যেন কোন হিংসা।
স্বচ্ছল করিও আমার জীবনের বাঁক ।।

দেহ আমার সোনার খাঁচা সুস্থ রাখ পাখি,
সেই খাঁচার পাখি তোমায় শুধুই যাবে ডাকি।
সুখি করো আমার জীবন পুড়ে না হয় খাঁক।।

(৭৫)

আমার গানের পান্ডুলিপি প্রভুর জন্য লেখা,
আমার প্রার্থনায় যেন পাই তারই নূরের দেখা।

পাপমোচন করো আমার বোঝার শক্তি দাও,
কালের স্রোতে সুস্থ রেখে জীবনকে ভাসাও।
আমার পাশে আছ তুমি ছায়ার মতন,
প্রভু আমায় দয়ালু কর, বড় কর মন।
তোমার সকল নির্দেশ যা হয় যেন মোর শেখা।।

তুমি আমায় নাচাও তাইতো নাচি তোমার তালে,
আমাকে জড়িয়ে নিও ভালো বাসার জালে।
স্বস্তি, শান্তি এবং সুখের নাগাল দিও,
আমার কান্না কষ্ট যত তুমি তুলে নিও।
আমার সাথে তোমায় ডাকে অবুঝ বনের কেকা।।

(৭৬)

শিশির জড়ানো ঘাসের উপর কেঁদে ফেরে ছোট ফুল,
পায়েতে মাড়াবে কত লোক সেথা কি ছিল তাদের ভুল।

আমি কেঁদে মরি প্রভুর বিহনে না পাই তাহার দেখা,
অভিমানী মোর কলম কাঁদিছে তাই তার তরে লেখা।
ছিন্ন আমার মনন মানস আত্মা আমারে চাই
অর্থহীন এই জীবন আমার যদি প্রভুরে পাই।
প্রভুই সর্বশ্রেষ্ঠ মালিক আমি যে দাস তুল।।

সুর্যোদয়ের প্রতিটি দিন আর আধার মায়াবি রাত,
প্রার্থনা করি প্রভুরে পাইতে তুলিয়া যে দুই হাত।
দেখেছো কি তুমি প্রভু দয়াময় আমার অশ্রুপাত,
প্রতিপালক হে চির মহান থাকিও আমার সাথ।
তোমার সৃষ্টি মাপি কি সাধ্য ওগো প্রভু অতুল।।

(৭৭)

তোমাকে ভোলার সাধ্য আমার হবে না গো কোন দিন,
পরম খুশিতে রাখিও দিলটা করিও না মলিন।

প্রতিদিন আমি ঘুরিয়া ফিরিছি শহরের অলি গলি,
এর মাঝে প্রভু সময় করিয়া তোমাকেই ডেকে চলি।
পলে পলে ভাবি তোমার কথায় ভেবে থাকি রাত দিন,
পরম খুশিতে রাখিও দিলটা করিও না মলিন। ।

তোমার প্রতি রয়েছে আমার পূর্ন বিশ্বাস,
কাউকে আমি না দেই যেন মিথ্যা আশ্বাস।
জীবনটাকে দু:খের মাঝে না কইরো মলিন।।

(৭৮)

মধুর বিধুর কত কথা প্রভু তোমার সাথেই বলি
তোমার করুণা ভিক্ষা করি গো তোমার পথেই চলি ।

কত স্মৃতি আছে সুখ দুঃখের জীবনের বাঁকে বাঁকে,
তোমারই সন্তুষ্টির তরে আমার ইচ্ছা থাকে।
তোমার বিয়োগে সকলেই বিফল তোমাকে পেলেই জয়,
মায়ার সাগর, দয়ার সাগর, ওগো প্রভু দয়াময়।
বুকের ভিতর ফুটিয়া উঠুক তোমার প্রেমের কলি।।

আমার ঘরের ফাঁক ফোকরে প্রার্থনা মোর ঘোরে,
তোমার আরশে পৌঁছায় কি তা বুঝবো কেমন করে ?
দুই হাত তুলে কাঁদিয়া জনম করিলাম আমি পার,
প্রভুর সঙ্গে আমার মিলন হবে কি কখনও আর ?
আমার জীবন পূর্বেতে উঠিয়া পশ্চিমে যাবে ঢলি।।

(৭৯)

কোন পথে বল তোমায় ডাকি কোন পথ প্রভু খাঁটি,
নাকি ভুল পথে তোমারে ডাকিয়া করেছি জীবন মাটি।

বর্তমানই শ্রেষ্ঠ সময় তোমাকে ডাকিবার,
সঠিক পথে চালাও প্রভু ভুল যেন না হয় আর।
তোমার দয়ার বর্ষনে হোক জীবনটা পরিপাটি।।

তোমার তীরেতে ভিড়াইও প্রভু আমার পানশী নাও,
সব কাজে তুমি করিও সফল বিজয়ের তাজ দাও।
সুপথে চালাও আমার যেন শ্রদ্ধা জীবন কাটি।।

(৮০)

ক্ষনস্থায়ী এই জীবনে মধূর বিধুর স্মৃতি,
আমি যেন মেনে চলি প্রভুর দেয়া নীতি।

মৃত্যু নাকি জীবন মহান আমার নেইতো জানা,
তোমায় ভালোবাসবো প্রভু আমি যে এক টানা।
যেমন আছি ভালোই আছি, ভালোই রেখ আমায়,
তোমায় ডাকা থেকে প্রভু কেউ যেন না থামায়।
তোমার জন্য গেয়ে যাব প্রার্থনারই গীতি।।

স্নিগ্ধ মধুর হাওয়া দিও আমার নিঃশ্বাসে,
চিরদিনই রইবে তুমি আমার বিশ্বাসে।
বৃথা না যায় তোমার তরে আমার অশ্রুপাত,
পাঁচ বেলাতেই তুলে থাকি তোমার তরে হাত।
জগত জুড়ে প্রভু তোমার রয়েছে সুখ্যাতি।।

(৮১)
প্রভুর তরে প্রার্থনাতে গাইবো সুরে গান,
কি পাব আর কি পাব না জানেনা মোর প্রাণ।

জন্ম মৃত্যুর যোগ বিয়োগে জীবন জটিল বড়,
প্রভু আমার ছোট্র জীবন তুমি সরল কর ।
সকল কাজে তোমায় ডাকি দিও পরিত্রাণ।।

জীবন কর সুবাসিত জ্ঞানে আলোক ময়,
আমার চলা বলা তোমার মনের মত হয়।
এই দুনিয়ায় চলার পথে রাখিও সম্মান ।।

(৮২)
ক্ষমা করা শেখাও আমায় ধৈর্য দিয়ে দাও,
প্রভু আমার রাগ ক্রোধ বিলিন করে দাও।

তোমার নুরের ঝিলিক একটু দিও আমায় বুকে,
প্রভু আমার সাথে থেকো তুমি সুখে দুখে।
তোমার সুবাস খুঁজে ফিরি নি:শ্বাসে নি:শ্বাসে,
আছো তুমি রইবে প্রভু আমার বিশ্বাসে।
মানুষ কষ্ট দিয়ে প্রভু কি সুখ তুমি পাও।।

রাজপথ থেকে ছায়াপথে তোমাকে খুজিয়া ফিরি,
প্রভু আমায় দেখিয়ে দিও বেহেস্তেরই সিঁড়ি।
নীল কণ্ঠ বিষে আমায় দগ্ধ নাহি কর,
কষ্ট আমি পারি না সইতে হৃদয় জরজর।
আমার জন্য প্রভু তুমি পূণ্য লিখে যাও।।

(৮৩)

সাত আসমান সপ্ত সাগর সবই প্রভুর দান,
দুঃখ কষ্ট পেলেও যে পাইগো পরিত্রাণ।

আশায় আছি তোমার কাছে পাবো পুরস্কার,
কাউকে না করি প্রভু আমি তিরষ্কার।
প্রার্থনা করি গো প্রভু শান্ড় কর প্রান।।

তোমায় যেন চিনতে প্রভু দয়াময়,
তোমার সৃষ্টির সেবা যেন আমার মরণ হয়।
বৃষ্টি ধোয়া ঘাসের মন পূণ্য কর প্রাণ।।

(৮৪)

প্রভুর ভালোবাসা পেতেই মানুষ ভালোবাসি,
সবার মনে শান্তি দিতে মিষ্টি করে হাসি।

ত্যাগই আমার ধর্ম প্রভু ত্যাগের ক্ষমতা দাও,
দিলের ভিতর রাগ ক্রোধ সবই তুলে নাও।
জীবন আমার ধন্য হোক মানব সেবা দিয়ে,
জীবিকা চলুক আমার, তোমার দয়া নিয়ে
সাধারন জীবন দিও হইনা বিলাসী।।

প্রকৃতির সাথে যেন তাল মিলায়ে চলি,
কাউকে যেন কষ্ট দিয়ে কথা নাহি বলি।
বর্তমানই শ্রেষ্ঠ সময় তোমার প্রার্থনার,
ঘোরের মধ্যে ডুবে আছি প্রভু যে আমার।
তোমায় নিয়ে আছে আমার স্বপ্ন রাশি রাশি।।

(৮৫)

জীবন মঞ্চে রঙ্গ ব্যঙ্গ কত কিছুই চলে,
আমায় নিয়ে লোক যেন ভালো কথায় বলে।

মাটির মানুষ কর আমায় তোমার ধ্যানে ধ্যানী,
তোমার জ্ঞান একটুকু দাও, আমায় কর জ্ঞানী
পুণ্য নিয়ে তোমার কাছে আসি যেন চলে।।

আমার হৃদয় কোনে বাজে তোমার সুরের বীন,
শোধ করিবার ক্ষমতা নাই তোমার ঋন।
চলি যেন এই দুনিয়ায় আপন শক্তি বলে।।

(৮৬)

প্রানের দুঃখ প্রানেই চেপে রাখি দয়াময়,
পূণ্য নিয়ে তবেই যেন আমার মরণ হয় ।

যে কয়টা দিন বাঁচি প্রভু হাসি থাকুক মুখে,
সবাই যেন বুঝতে পারে আমি আছি সুখে।
দুঃখ বিলায়ে লাভ কি বল সুখ বিলাবো শুধু
হয়না যেন কারো জীবন মরুভূমি ধুধু।
কষ্ট পরাজিত করে সুখকে করি জয়।।

শোকর গুজার তোমার কাছে চলছে জীবন ভালো,
শুধুই প্রভু আমার বুকে জ্বালাও প্রেমের আলো।
তোমায় নিয়ে স্বপ্ন বিভোর প্রতিপালক মোর,
কাটেনা যেন কোন সময় তোমার স্বপ্ন ঘোর।
প্রভু তুমি চির নশ্বর তোমার তো নাই ক্ষয়।।

(৮৭)
মিথ্যা মরীচিকায় তোমায় ভুলে না যেন যাই,
বুকের মধ্যে প্রভু তুমি, তোমায় যেন পাই।

প্রভু তুমি জাগিয়ে রেখ প্রানের কলরব,
দিক হীন করোনা প্রভু পথের দিশা চাই
সবাই মিলে গাইবো চল দুঃখ ভোলা গান।।

তোমায় খুঁজতে হারিয়ে যাব কোন সে অজানায়,
তোমার স্বর্গ, তোমার নরক, তোমার কাছেই সব।
প্রভুর কাছে নেইকো আমার কোনই অভিমান।।

(৮৮)
নসীবে কি আছে দয়াল আমার তো নাই জানা,
তুমি আমার থাকো প্রভু আর করো না মানা ।।

আমার হিসাব তোমার কাছে জীবন খাতায় লেখা,
একবার তুমি দিও দয়াল তোমার নূরের দেখা।
সাধ আছে প্রভু সাধ্য নাইতো তোমার সাথে মেলা,
আমার এই জীবনের সাথে প্রভু তোমার খেলা।
তোমার দয়া বিনে জীবন হবে ফানা ফানা।।

কালের কাছে পরাজিত হতে নাহি চাই,
তোমার কাছে অভিযোগের সাধ্য আমার নাই।
দেহের মধ্যে জীবন বাতি মিটি মিটি জ্বলে,
তোমার কথা স্মরন করি আমি পলে পলে।
আশ্রয় দিও গো প্রভু দিও শস্য দানা।।

(৮৯)

বুকের কুঞ্জবনে তুমি ফোটাও প্রেমের ফুল,
তোমাকে ডাকিতে প্রভু না করি যেন ভুল।

প্রানে যেন গানের পাখি সুখের সুরে গায়,
সুখ ঢেলে দিও প্রভু জীবন পেয়ালায়।
তোমায় হৃদয় ঢেলে দিতে না করি যেন ভুল।।

সাড়ে তিন হাত মাটির নীচে যখন শুয়ে রব,
কেউ রবে না শুধুই তোমার সাথে কথা কব।
মানুষ ভালো বাসতে যেন না করি ভুল।।

(৯০)

কালের কাছে পরাজিত হতেই হবে প্রভু,
তোমায় যেন হৃদয় থেকে না ভুলে যায় কভু।

কালের যাত্রা শুরু হবে, হবে একদিন শেষ,
হয়তো সে দিন আত্মা আমার হবে নিরুদ্দেশ।
ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিও জীবনের ফুলদানি,
এমন ইচ্ছা দিও আমায়, তোমার বিধান মানি।
দুঃখ দিলেও দুঃখ সওয়ার শক্তি দিও তবু।।

দয়াল তোমার প্রতি আমার নেইতো অভিমান,
আমায় তুমি উজাড় করে দিও দয়ার দান।
নিশ্চিত করিও শান্তি এপার ওপার,
পার করিও দয়াল তুমি জীবন পারাবার।
দেহ যেন হয়না কভু দুঃখে যবু থবু ।।

(৯১)

আমার মনের ফুল বাগানে তোমার অবস্থান,
দুই জগতে রেখ প্রভু আমারই সম্মান।

সুফল কর আমার জীবন সুবাসিত মন,
জুড়ে আছো তুমি আমার বুকের কুঞ্জবন।
শুধুই তোমাকে ডাকি প্রভু দয়াবান ।।

বেহেস্তেরই বন ছায়ে আমাকে ঠাঁই দিও
পাপ যা আছে ধুয়ে মুছে শুদ্ধ করে নিও।
ভালোবেসে জীবন ভরে চাইনা বিত্তশান।।

(৯২)

বিশ্ব পিতা প্রতিপালক শক্তি দাও আমায়,
এমন একটা কলম দাও কাব্য লিখে যাই।

তোমার জন্য হাজার গল্প তোমার জন্য কাব্য ,
তোমার কথাই বলবো প্রভু তোমার কথাই ভাববো।
তোমার জন্য আমার যত ভাবের কবিতা,
মধুর বিধুর কল্প কথা পাক অমরতা
তোমার সান্নিধ্য পেতে কলম লিখে যায়।।

তোমায় সন্তুষ্ট করি এটায় মনে সাধ,
কলম আমার চলে থাকুক দিওনা প্রভু বাধ।
জন্ম কথা মৃত্যু কথা ভবের কত খেলা,
খেলছো প্রভু বিশ্ব নিয়ে দুই দিবসের মেলা
মানব মনে শান্তি দিও এটায় প্রভু চাই।।

(৯৩)

বুকের ভিতর উথলে উঠে হাজারটা কথার মালা
মানব মনে সুখ দিও গো দিও না প্রভু জ্বালা ।

মানুষে মানুষে তুমি দিওনা হানা হানি
এই পৃথিবীর সবাই যেন প্রভু তোমায় মানি।
আলোকিত করো হৃদয় দূর করো সব কালা।।

বেদ্বীন আমায় কইরো না গো দিলেতে প্রেম দাও,
ব্যাকুল হৃদয় শান্ড় করো তোমর পথে নাও।
খারাপ গুলো ছুড়ে ফেলে আমায় করো ভালা।।

(৯৪)

সফল জীবন দাও গো প্রভু সরল জীবন দাও,
আমি অধম আমায় তুমি আপন করে নাও।

এই জীবনের হিসাব খাতায় আমার যত পাপ,
মহান প্রভু দয়ার সাগর আমায় কর মাফ।
বিশ্ব বাগান ভরা প্রভুর নানান রঙের ফুল,
তোমার বিধান মেনে চলি না করি যেন ভুল।
তোমার সৃষ্টি কষ্ট দিয়ে তুমি কি সুখ পাও।।

অল্প শোকে না হই কাতর সওয়ার শক্তি চাই,
জ্ঞান সাধনার ইচ্ছা দিও তোমায় যেন পাই।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তোমার দয়ার দান,
তোমার প্রতি নেই যে আমার কোন অভিমান।
ক্ষুদ্র আমার এই জীবনে স্নিগ্ধ হাওয়া বাও।।

(৯৫)

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা প্রভুর দয়ার দান
দরাজ গলায় তালে তালে গাই তোমারই গান।

শোকর গোজার করি আমি সুখে আছি বলে,
তোমার কাছে ফিরবো প্রভু আমি সময় হলে।
সারিয়ে তোর আমার মনের কষ্ট মাখা ঘা,
কেমন করে পাব প্রভু তোমার ঠিকানা।
জীবন নামের এই বৃক্ষেতে দিয়েছ যে প্রান।।

মনের মধ্যে প্রভুর জন্য সুবাসিত ফুল,
জীবন চলার পথে প্রভু না করি যেন ভুল।
কালের স্রোতে সবই হারায় মৃত্যু অবশেষ,
তোমায় প্রভু বুকে নিয়ে হবো নিরুদ্দেশ।
এই জীবনে ঝিলিক দিও না হই যেন ম্লান।।

(৯৬)

বুকে আছে নোনা সিন্ধু হাজার অভিমান,
দয়াল আমায় পার করো গো দিও পরিত্রান।

অন্তরেতে বাইতেছে পাপ পূণ্যের ঝড়,
প্রভু আমার হয়না যেন ঈমান নড়বড়।
পাপকে যেন দমন করি পূণ্যের হোক জয়,
মনের বাগান উদার কর প্রভু দয়াময়।
শক্তি দিও কলমেতে লিখবো তোমার গান।।

জীবন যেন মায়ার খেলা কেউ কাঁদে কেউ হাসে,
সুখ দুঃখে দয়াল তুমি থেকো আমার পাশে।
মনের মধ্যে আসেনা যেন কোন অহংকার,
বুকের মধ্যে জেগে উঠুক দয়ার পারাবার।
সুবাসিত কর প্রভু আমার সরল প্রান।।

(৯৭)
দেহ ঘড়ি চলছে প্রভু একদিন হবে বন্ধ,
ভাল মানুষ কর আমায় কইরোনা গো মন্দ।

দুই দিবসের এই দুনিয়ায় আমরা পথিক জন,
সুখ দূঃখ মিলেই মোদের গীতল জীবন।
মাটির কাছে আছে মোদের শত হাজার ঋন,
বুকে বাজুক সকল সময় অনেক সুখের বীন।
মনে থাকুক সকলের উচ্ছাস আনন্দ।।

স্বপ্নে আছো প্রভু আমার সাত আনমান পারে,
তোমার প্রেমে আছি অধম চিনিও আমারে।
বিশ্ব নামের এই বাগানে আমি ক্ষুদ্র জন,
দেহ আমার ভালো রাইখো ভালো রাইখো মন।
এই জীবনে থাকুক আমার ভালোবাসার ছন্দ।।

(৯৮)
বিধি আমার কপাল করো ভালো
বুকের ভিতর জাগাও প্রেমের আলো ।

সুখি রেখ আমার এই জীবন,
সহজ করো আমারই মরণ।
বিধি হৃদয় করো না গো কালো। ।

মুগ্ধ প্রভু তোমার সৃষ্টি দেখি,
তোমায় নিয়ে হাজার কাব্য লেখি।
আমার বুকে প্রেমের প্রদীপ জ্বালো।।

বাঁচিয়ে রেখ আমার মুখের হাসি,
প্রভু তোমায় ডাকতে ভালোবাসি।
প্রভু তোমার দয়ার বৃষ্টি ঢালো।।

(৯৯)
এ মধু রাতে তোমারি সাথে প্রেমের গল্প করি,
মায়াবী জীবন সুখের তরে প্রভুর দয়া মাগবো।

কত কথা আছে তোমার নয়নে নয়ন মেলিয়া দেখি,
তোমায় নিয়ে মনের ভিতরে হাজারো কাব্য লিখি।
তোমায় নিয়ে স্মৃতির ভিতরে স্বপ্ন পাহাড় গড়ি।।

তুমি বিহনে কেউ নাই মোর চাইনে যে কারো প্রেম,
আমার হৃদয় সব কিছু শুধু তোমায় সপিলেম।
আনন্দ ময় হউক জীবন সুখেতে উঠুক ভরি।।

(১০০)
আমার এই মন করিছে স্মরন প্রভুজী তোমারই কথা,
জীবনে জাগুক রঙিন ফাগুন তোমারে ডাকিব যথা।

মনের পাখিটা গাইবে গজল তোমারই প্রেমের গান,
তোমারে ডাকিলে দুখ ভুলে যাই জুড়ায় আমার প্রান।
অনিশ্চিত এই জীবনে তুমি মোর আকুলতা।।

আমার দেহের কোষের ভিতরে লেখা যে প্রভুর নাম,
প্রভু আমার তৈরি করেছো তুমি এই ধরাধাম।
তুমিই প্রভু দুর করো যত হৃদয়ের ব্যাকুলতা।।

(১০১)

তোমার কাছেই আমার প্রভু সকল অভিমান,
তোমার স্মৃতি গনের কষ্ট করিও পরিত্রান।

বন্ধ করিও ধ্বংস যুদ্ধ বুকেতে জাগাও প্রেম,
আমার আত্মা আমার সত্তা তোমাকেই সপিলেম।
দুঃখ ভোলা গান গাই প্রভু জুড়াও আমার প্রান।।

তোমারে ডাকিবো হাজার ধরনে হাজার কথার মাঝে,
তোমারে ডাকিব প্রতি নিঃশ্বাসে প্রতিটা সকাল সাঁঝে,
তোমায় না পেলে বুকটা আমার ভেঙে হবে খান খান।।

(১০২)

প্রভু তোমার ধুলির ধরায় কাটবে যে কয় দিন,
উচ্ছল রাখো জীবন আমার করিও না মলিন ।

দিলের ভিতর ফুটুক প্রভু হাজার,প্রেমের ফুল,
মাফ করিও প্রভু আমার যত ত্রুটি ভুল।
তোমার কাছেই আমার দেনা আমার যত ঋন ।।

মনের ভেতর বীজ বুনে দাও পূণ্য কাজের তরে
বারুদ হয়ে জ্বলে উঠুক পাপ ধ্বংস করে।
তুমি আছো আমার বুকের ভিতরে আসীন ।।

(১০৩)

সুখ চাও শান্ড়িও চাও তবে ভালোবাসা দিয়ে যাই,
ত্যাগের মাঝেই ভালোবাসা যায় ত্যাগেই শান্তি পাই।

আমি শান্ড়্রি সৈনিক আমি বিজয়ের গান গাই,
আমি সহনশীলতা ভালোবাসা দিয়ে বিশ্বকে খুঁজে পাই।
আমি সমতার কথা কই, বৈচিত্র্যের কথা কই,
সব ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভালোবেসে যেন রই।
কষ্ট ভোলাই, দু:খ ভোলাই বিপদে এগিয়ে যাই,
ত্যাগের মাঝেই ভালোবাসা যায় ত্যাগেই শান্তি পাই।।

যেন কষ্ট দেইনা কাউকে যেন আঘাত পায় না কেউ,
সারাবিশ্বে যেন বয়ে যায় ওগো শান্ড়ি সুখের ঢেউ।
নিশ্চিত করি মানুষের যত মৌলিক অধিকার,
সাথে চেষ্টা করি রক্ষা করতে মানবাধিকার।
ক্ষমা করতে শিখেছি অন্যকে শ্রদ্ধা করে যাই,
ত্যাগের মাঝেই ভালোবাসা যায় ত্যাগেই শান্তি পাই।।

(১০৪)
শান্তির পথে চলি, কলহকে এসো ভুলি,
ভালো কাজে থাকি সবে ব্যস্ত।
মনের ভিতরে শুধু ভালোবাসা রয়ে যাক,
ঘৃনাকে করি পরাস্ত।

আর নয় ঘৃনা, নয় ভালোবাসা দিয়ে যাই,
কাউকে আঘাত নয়, এসো সবে ভাই ভাই।
শান্তির কাজে রই ন্যস্ত।
মনের ভিতরে শুধুভালোবাসা রয়ে যাক,
ঘৃনাকে করি পরাস্ত।

অপরের দু:খে দু:খী, সুখে সুখী হয়ে যাই,
আক্রোশ দূরে ঠেলে সহনশীলতা চাই।
নিজেকে ভালো করি সাব্যস্ত,
মনের ভেতরে শুধু ভালোবাসা রয়ে যাক,
ঘৃনাকে করি পরাস্ত।

(১০৫)
সবুজ পাতা জেগে উঠুক আজকে সবার মনে,
শান্তির গান গাইবো মোরা শান্ড় হবো প্রানে।

দূর করে দেই আজকে আমার মনের যত ঘৃনা,
সবার কাছে শোধ করি ভালোবাসার দেনা।
মাতৃভূমির কাছে আমি ঋনী প্রতি ক্ষণে,
শান্তির গান গাইবো মোরা শান্ড় হবো প্রাণে।।

একে অন্যের অশ্রু মুছে ভুলিয়ে দেব দুখ,
বাংলা হবে শান্তির নীড় সবার মনেই সুখ।
ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মিলবো মুক্ত মনে,
শান্তির গান গাইবো মোরা শান্তহবো প্রাণে।।

(১০৬)
প্রভু তোমার দরবারেতে আমার মোনাজাত,
তোমায় যেন ডাকতে পারি আমি দিবস রাত।

বিশ্বভূবন জুড়ে যেন শান্তিসুখে রই,
যুদ্ধ ভুলে দ্বন্দ্ব ভুলে প্রেমের কথা কই।
প্রভু আমি কাউকে যেন দেইনাকো আঘাত,
তোমায় যেন ডাকতে পারি আমি দিবস রাত।।

সুস্থ দেহে মরতে পারি এই তো আমার চাওয়া,
দু:খ ভুলে হাসতে পারি এইতো পরম পাওয়া।
সুখে দু:খে প্রভু তুমি দিও আমায় সাথ,
তোমায় যেন ডাকতে পারি আমি দিবস রাত।।

(১০৭)

কাউকে যদি দুঃখ দিলে, দেখবে মনে কষ্ট মিলে,
ভূগবে তুমি তিলে তিলে, দুনিয়া আন্ধার,
ভালোবাসা বিলাই চলো, কি দরকার কান্দার।

পরের মুখে হাসি দিলে, নিজের মনে শান্তি মিলে
বাঁচো সবাই খোশ দিলে সময় সুখে পার,
ভালোবাসা বিলাই চলো, কি দরকার কান্দার।।

প্রভুর কথা মেনে নিলে, দু:খ ভোলাও সবাই মিলে,
পরের কষ্ট বুকে নিলে, আখের হবে পার,
ভালোবাসা বিলাই চলো, কান্দার কি দরকার।।

কারো সাথে জোর করিলে
অনিচ্ছাতেও দুঃখ মিলে,
বুঝিয়ে তারে নিও দিলে, জোর করে কি আর,
ভালোবাসা বিলাই চলো, কান্দার কি দরকার।।

(১০৮)

আমার মনের কালি প্রভু তুমি কর দূর,
ক্রোধ ভুলে দাও বুকের ভিতর ভালোবাসার সুর।

ধৈর্য দিও প্রভু যেন কাউকে না দেই কষ্ট,
আমার হাতে হয় না যেন কারো জীবন নষ্ট।
মনের অহংকারকে ভেঙে করিও চুরচুর,
আমার মনের কালি প্রভু তুমি কর দূর।।

দুখীর দু;খ ঘোচাই যেন তোমার দুনিয়ায়,
মনের ভালোবাসা যেন অপরকে বিলাই।
মৃত্যুর আগে দেখি যেন প্রভু তোমার নুর,
আমার মনের কালি প্রভু তুমি কর দূর।।

(১০৯)

বুকের ভিতরে প্রেমের সুবাস জাগিয়ে দিও প্রভু,
তোমার সৃষ্টি কাউকে যেন কষ্ট দেইনা কভু।

রহস্যময় জীবন হোকনা প্রেমেতে ভরপুর,
লোভ লালসা হিংসা থেকে রেখো আমায় দূর।
আমায় সহনশীলতা দাও, শান্ত কর প্রভু,
তোমার সৃষ্টি কাউকে যেন কষ্ট না দেই কভু।।

শীতল জীবন দিও প্রভু, গীতল জীবন দিও,
আমার দু:খগুলো প্রভু তুমিই দূর করিও।
আমাকে ধীর শান্ত শিশির সিক্ত কর প্রভু,
তোমর সৃষ্টি কাউকে যেন কষ্ট না দেই কভু।।

(১১০)

প্রভু তোমার সৃষ্ট মাটির কাছে আমার ঋণ,
সেই মাটিতে ফিরে যেতে হবে যে একদিন।

মাটি দিয়েই তৈরি দেহ, মাটিতে যাই মিশে,
দুই দিনের এই দুনিয়াদারী অহংকারটা কিসে।
তুমি আমার বুকের ভিতর বাজাও প্রেমের বীণ,
প্রভু তোমার সৃষ্ট মাটির কাছে আমার ঋণ।।

দমন কর প্রভু আমার মনের যত রাগ,
জনে জনে বিলাই যেন ভালোবাসার ভাগ।
স্নেহ যেন করি শিশু শ্রদ্ধায় প্রবীন,
প্রভু তোমার সৃষ্ট মাটির কাছে আমার ঋণ।।

(১১১)

প্রতিশোধ নয় ক্ষমায় শান্তিক্ষমাই হোক আদর্শ,
হৃদয়ে হৃদয় লাগুক সবার ভালোবাসার স্পর্শ।

বুকেতে ফুটুক হাস্না হেনা বিলাই তার সুগন্ধ,
ভেতরের কালো দূর করে দেই দূর করে দেই মন্দ।
অল্পে তুষ্ট হলেই জীবনে আসবে অপার হর্ষ,
প্রতিশোধ নয় ক্ষমায় শান্তিক্ষমাই হোক আদর্শ।।

এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে জীবন বড়ই তুচ্ছ,
ভালোবাসার মালা গাথি ছড়াই ফুলের গুচ্ছ।
কেউতো জানিনা এই পৃথিবীতে বাঁচবো কত বর্ষ,
প্রতিশোধ নয় ক্ষমায় শান্তিক্ষমাই হোক আদর্শ।।

(১১২)

দীঘির জলে পদ্ম পাতা এই আছি এই নাই,
কখন প্রভুর দেখা পাবো রয়েছি আশায়।

আকাশ ভরা হাজার তারা কোথায় তুমি প্রভু,
আমার চোখে তোমার নূরের দেখা না পাই কভু।
হারিয়ে যেতে চাই যে তোমার ভালোবাসায়,
কখন প্রভুর দেখা পাবো রয়েছি আশায়।।

নদীর পাড়ে দখিন হাওয়া জানলা দিয়ে আসে,
এমন মধুর ক্ষণে তুমি রইতে যদি পাশে।
তোমার উপস্থিতি আমার হৃদয়ে সুখ ভাসায়।।

(১১৩)
প্রভু আমায় তোমার পথে পথিক করে নাও,
আমায় তুমি সৎকার্য করার সুযোগ দাও।

সুস্থ রাখো প্রভু তুমি আমার দেহ মন,
ফাগুন রাঙা রাঙিয়ে দিও মনের ফুল বন।
আমার চোখে ঝিলিক দিয়ে তোমার দেখা দাও,
প্রভু আমায় তোমার পথের পথিক করে নাও।।

তোমায় ভালোবাসবো আমি প্রভু নিরন্তর,
বুকের ভিতর জাগিয়ে দিও তোমার প্রেমের ঝড়।
আমায় তুমি বদলে নিও যেমন ভাবে চাও,
প্রভু আমায় তোমার পথের পথিক করে নাও।।

(১১৪)
আনমনেতে গাইবো প্রভু তোমার গুনগান,
ভালোবাসায় ভরিয়ে দিও তুমি আমার প্রান।

খেলবো আমি তোমার সাথে,
চাঁদ জাগা ওই জ্যোৎস্না রাতে।
প্রার্থনা মোর এ দুই হাতে রেখো আমার মান,
আনমনেতে গাইবো প্রভু তোমার গুনগান।।

তোমায় দেখার আশায় আমি থাকি পথ চেয়ে,
প্রার্থনাতে অশ্রু ঝরে আমার দু'চোখ বেয়ে।
আমার মনের বনে এসে
একবার তুমি ভালোবেসে।
জীবন চালাও খেলে হেসে বিষাদ অবসান।
আনমনেতে গাইবো প্রভু তোমার গুনগান।।

(১১৫)

প্রভু তোমায় মনে মনে কত করে ডাকি,
বুকের মধ্যে তোমায় নিয়ে ঘোরের মধ্যে থাকি।

শুনতে কি পাও আমার কথা প্রার্থনা আমার,
কাজের মাঝে ব্যস্ত নেইকো সময় যে থামার।
প্রভু আমায় সঠিক করো দেই না যেন ফাঁকি,
বুকের মধ্যে তোমায় নিয়ে ঘেরের মধ্যে থাকি।।

প্রভু তুমি জ্ঞান বিতরন করো জনে জনে,
সেখান থেকে একটুকু জ্ঞান দিও আমার মনে।
আমার জীবন পড়তে তোমার না থাকে গো বাকী,
বুকের মধ্যে তোমায় নিয়ে ঘোরের মধ্যে থাকি।।

(১১৬)

প্রভু তোমায় ভালোবাসার সুযোগ করে দিও,
বুকের ভিতর কষ্টগুলো তুমি তুলে নিও।

আনন্দময় রেখ জীবন উচ্ছল রেখো প্রান,
সমাজ ও সংসারে তুমি রেখ আমার মান।
পুল সেরাতের পুল আমার তুমি পার করিও।।

সুস্থ রেখো যাতে করে তোমায় পারি ডাকতে,
মুক্ত রেখো পাপ থেকে অনেক দূরে থাকতে।
ক্ষমা করার পরে তুমি আমায় তুলে নিও,
প্রভু তোমায় ভালোবাসার সুযোগ করে দিও।।

(১১৭)

দুই নিশীথের এই যে জীবন প্রভু তোমার খেলা,
ঝিকিমিকি রঙের বাহার বসিয়েছো মেলা ।

তোমার কাছেই কুর্নিশ মোর আত্মসমর্পণ,
তোমায় পাবার ব্যাকুল চাওয়া তৃষিত এমন।
হাজার রকম ফুলের বনে আমি যে এ বেলা,
দুই নিশীথের এই যে জীবন, প্রভু তোমার খেলা।।

প্রভু আমার জীবন ঘুড়ির লাটাই তোমার হাতে,
মনের আধার দূর করে দাও, রেখো আমায় সাথে।
এই জগতে আমায় ফেলে কোথায় তুমি গেলা,
দুই নিশীথের এই যে জীবন প্রভু তোমার খেলা।।

(১১৮)

আর কত দিন রইবো প্রভু তোমার অপেক্ষায়,
কোথায় গেলে তোমায় পাব আমার জানা নাই।

দু'হাত তুলে বসে থাকি তোমার দেখা পাব,
তোমার মাঝে বিলীন হবো নিজেকে হারাবো।
দোজখ বেহেস্ত তোমার হাতে মোর ক্ষমতা নাই,
আর কত দিন রইবো প্রভু তোমার অপেক্ষায়।।

সরাবান তহুরা চাইনা, চাইনা হুর পরী,
তোমার ভালোবাসা পাব তাইতো স্মরি।
জীবন আমার পূণ্য কর জোনাক জোসনায়,
আর কত দিন রইবো প্রভু তোমার অপেক্ষায়।।

(১১৯)
পানি কাদায় রইনু পড়ে প্রভু আমায় ধরো,
জীবন আমার ভয় হতাশায় সত্যি জড়োসড়ো।

দোজখ কিম্বা বেহেস্ত যাই আমার ভাগ্যে লেখা,
জানিনে তা শুধু আমার সঙ্গে দিও দেখা।
সকল দুঃখ গ--ানি থেকে আমায় মুক্ত করো,
পানি কাদায় রইনু পড়ে প্রভু আমায় ধরো।।

ব্যথিত এই হৃদয় আমার তোমার অপেক্ষায়,
মাটির দেহ যখন তখন মাটিতে মিলায়।
আমার জীবন আলোকিত পূণ্যময় করো,
পানি কাদায় রইনু পড়ে প্রভু আমায় ধরো।।

(১২০)
হেলা ফেলায় জীবন গেলো তোমায় ডাকি নাই,
প্রভু আমার দাও গো দেখা তোমার দেখা চাই।

স্বপ্নে কিম্বা জাগরনে দেখাও তোমার নুর,
ছন্নছাড়া জীবন থেকে আর থেকো না দূর।
মিষ্টি করে বলি যেন নিজের কথাই,
হেলা ফেলায় জীবন গেল তোমায় ডাকি নাই।।

লুট করে নাও প্রভু আমার সকল ভালোবাসা,
তোমার মনে মুক্তি মিলবে এইতো মনে আশা।
তুমি ছাড়া জীবন আমার যাবে যে বৃথাই,
হেলা ফেলায় জীবন গেল তোমায় ডাকি নাই।।

(১২১)
নিজের মাঝেই পরবাসী নিজেকে না চিনি,
দয়াল প্রভু পথ দেখাবেন প্রান দিয়েছেন যিনি।

প্রভুর প্রতি আমার সকল আত্মসমর্পণ,
আমার সকল ভালোবাসার দিলাম তারে মন।
আমার লেবাস ভিতর বাহির সব দিয়েছেন যিনি,
নিজের মাঝেই পরবাসী নিজেকে না চিনি।।

চলতে পথে হতে পারে আমার অনেক গুনাহ,
এই জীবনে খবর তেমন হয়নি কভু শুনা।
আমার সকল পাপ পুণ্যের সাক্ষী আছেন যিনি,
নিজের মাঝেই পরবাসী নিজেকে না চিনি।।

(১২২)
পথের চারণ হয়েই কাটুক আমার রাত্রি দিন,
তোমার কাছে রয়েছে প্রভু আমার হাজার ঋন।

জীবন যেন ঘাসের উপর শিশির মুক্তা দানা,
প্রভু আমার গ্রহন করো, করো ফিল-া ফানা।
যা পেয়েছি তাতেই খুশি কইরো না মলিন,
পথের চারণ হয়েই কাটুক আমার রাত্রি দিন।।

আমি অতি তুচ্ছ মানব মহা বিশ্ব মাঝে,
সহজ করো আমার জীবন সফল সকল কাজে।
মনের মাঝে বাজুক প্রভু তোমার প্রেমের বীণ,
পথের চারণ হয়েই কাটুক আমার রাত্রি দিন।।

(১২৩)
বিশ্ব যেন অচেনা প্রাসাদ সেইখানে মোর বাস,
আমার হাতে হয়না যেন কারো সর্বনাশ।

তোমারে না দেখি প্রভু আছো বুকের মাঝে,
স্বপ্ন মাঝে আছো স্মরণ করি সকল কাজে।
তোমার ভালোবাসা যেন সুগন্ধি সুবাস,
আমার হাতে হয়না যেন কারো সর্বনাশ।।

হৃদয় আমার ব্যাকুল হলে করি সমর্পণ,
তখন যেন শান্‌তি মেলে ভালো হয় যে মন।
প্রভু আমার জীবন যেন হয়না উপহাস,
আমার হাতে হয়না যেন কারো সর্বনাশ।।

(১২৪)
প্রভু আমি তোমার সৃজিত ক্ষুদ্র মানব প্রাণ,
জীবনের ঢেউ মাঝে সুখের পরশ করিও দান।

চলার পথে প্রান্ত্ররে পড়ে আছে কতনা সুখ,
প্রভু শান্‌তি দিও আমায়, দূর কর মোর দূখ।
জীবনের সব কলঙ্ক মুছে দিও মোরে সম্মান,
প্রভু আমি তোমার সৃজিত ক্ষুদ্র মানব প্রাণ।।

বুকের ভিতর শুনতে চাই যে তোমার প্রতিধ্বনি,
বিপদ থেকে দূরে রাখো প্রভু দূর করো সব শনি।
তোমার সমীপে আমার এ প্রেম আমার সুরেলা গান,
প্রভু আমি তোমার সৃজিত ক্ষুদ্র মানব প্রাণ।।

(১২৫)

আমার স্বপ্ন অমরাবতী আমায় সেখানে নিও,
মনের ভিতর কালিমা যা আছে দূর করে প্রভু দিও।

রহস্যময় জীবন আমার সহজ করিও প্রভু,
বহতা জীবন ঢেউয়ের মাঝে তোমায় ভুলিনা কভু।
প্রভু তোমার পাশেই আমায় এইটুকু ঠাঁই দিও,
আমার স্বপ্ন অমরাবতী আমায় সেখানে নিও।।

তোমার গুনের শেষ নেই যাহা কবিতায় লিখে যাই,
মোর মাঝে যেন তোমার গুনের বিন্দুর দেখা পাই।
আমার চোখে জল নাহি আসে এলেও তা মুছে দিও,
আমার স্বপ্ন অমরাবতী আমায় সেখানে নিও।।

(১২৬)

গরমে অতীষ্ঠ প্রভু শীতে মরি কাপনে,
সহজতর করো প্রভু আমার জীবন যাপনে।

তোমার ফুল বাগিচায় প্রভু আমি একটি ফুল,
মাফ করিও দয়াল তুমি আমার ত্র“টি ভুল।
পাপ মুক্ত কর প্রভু নেবার আগে কাফনে,
সহজতর করো প্রভু আমার জীবন যাপনে।।

সাত আসমানের উপর তুমি কোথায় তো না জানি,
মনেরই বিশ্বাসে তবু তোমায় আমি মানি।
কোথায় আমি থাকবো প্রভু দেবার পর দাফনে,
সহজতর করো প্রভু আমার জীবন যাপনে।।

(১২৭)

শান্ড় করো প্রভু আমার বুকের অস্থিরতা,
ক্ষমাই আমার জীবনে হোক সবচে’ গুনের কথা ।

প্রভুর কাছে আজকে আমার সকল সমর্পণ,
কাউকে আঘাত না দেয়, আমার বড় করো মন।
মনটা আমার কোমল করো জাগাও মানবতা,
ক্ষমাই আমার জীবনে হোক সবচে’ গুনের কথা।।

ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সুখী হবে,
তোমার সৃষ্টি সকল মানুষ শান্তি পাবে তবে।
প্রভু আমার সৃষ্টিকর্তা তুমি পরম দাতা,
ক্ষমাই আমার জীবনে হোক সবচে’ বড় কথা।।

(১২৮}

মরণ পারে যাত্রী সবাই বাঁচার খেলায় মাতি,
ভুলেই যাইযে ওপার যেতে কেউ হবে না সাথী।

সুখের আশায় মাতাল হলেম চোখে মায়ার ধুলি,
ভালোমন্দের বিচার যে নাই মুখে নানান বুলি।
মনে নাইযে দিন ফুরাবে নিভবে পরান বাতি,
ভুলেই যাইযে ওপার যেতে কেউ হবে না সাথী।।

এই পৃথিবী পান্থশালা ২ দিবসের ঘর,
অনিশ্চিতের পানে সবাই ছুটছি জীবন ভর।
দিনের কথায় মাতি সবাই ভুলে আধার রাতি,
ভুলেই যাইযে ওপার যেতে কেউ হবে না সাথী।।

(১২৯)

কোথায় যাবো মৃত্যুর পর জানিয়ে দাও প্রভু,
জীবন আমার ফুলেল করো কষ্ট না পাই কভু।

ছুটছি আমি সুখের পানে কোথায় আছে সুখ,
উত্তরণ করিও প্রভু, যতই বাধা আসুক।
সৎ অসৎ বুঝিনে যে, সৎ বাণীও তবু,
জীবন আমার ফুলেল করো কষ্ট না পাই কভু।।

সময় যেন যায় ফুরিয়ে জীবন নিশিভোর,
উদার করো আমায় প্রভু খুলে মনের দোর।
দুই দিবসের এই জীবনে শান্তি দিও প্রভু,
জীবন আমার ফুলেল করো কষ্ট না পাই কভু।।

(১৩০)

ফুল সুবাসে ভরিও প্রভু আমার বিশ্বভুবন,
সকল আধার মুক্ত করো আমার এই ভুবন।

দুই দিনের এই দুনিয়াদারী আলোকিত হোক,
সবাই যেন ডাকে আমায় একটা ভালো লোক।
ঘুমের মাঝে দিও প্রভু আমারই মরণ,
সকল আঁধার মুক্ত করো আমার এই ভুবন।।

হৃদয় আমার বিশাল করো নীল আকাশের মত,
লুটে নিও প্রভু আমার মনের দুঃখ যত।
দিলের মূল্য দিও প্রভু চলি মন মতন,
সকল আঁধার মুক্ত করো আমার এই ভুবন।।

(১৩১)

শিশির জলে ধুইয়ে দিও স্নিগ্ধ আমার মন
ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে শুক্ত রেখো সারাক্ষণ।

অশ্রু মুছে আমার মুখে ফুটিয়ে তুলো হাসি,
বিশ্ব মালিক প্রভু আমি তোমায় ভালোবাসি।
আঁধার থেকে আলোকিত করো এই জীবন,
ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে মুক্ত রাখো সারাক্ষণ।।

ফুলেল জীবন দিও প্রভু, কাঁটার আঘাত ছাড়া
তোমার প্রেমেই প্রভু আমি হলেম পাগল পারা।
মনের আয়না স্বচ্ছ করো প্রেমিক করো মন,
ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে মুক্ত রেখো সারাক্ষণ।।

(১৩২)

তোমার মনের প্রেমের নদী সাঁতরে হবো পার,
প্রভু আমায় শক্তি দিও তোমাকে ডাকার।

আমার মনের সাধযে তোমার মন করবো জয়,
তোমায় ভালোবাসবো প্রভু দূর করো মোর ভয়।
সহজতর করো আমার জীবন পারাবার,
প্রভু আমায় শক্তি দিও তোমাকে ডাকার।।

মুছে দিও প্রভু তুমি আমার অশ্রুপাত
প্রার্থনাতে তোমায় ডাকি তুলে দুইটি হাত।
বাতলে দিও সকল পথ তোমাকে পাবার,
প্রভু আমায় শক্তি দিও তোমাকে ডাকার।।

(১৩৩)
মূল্যবান জীবন দিও, দিও মূল্যবোধ,
আমার সকল দুঃখ করো প্রতিরোধ।

এমন মধুর জ্যোৎস্না দিয়ে ভরিয়ে দিও মন,
তারা ভরা রাতে তোমায় ডাকবো সারাক্ষণ।
দুর করে দাও প্রভু আমার মনের যত ক্রোধ,
আমার সখল দুঃখ প্রভু করো প্রতিরোধ।।

কাউকে যেন কষ্ট না দেই দুখীর অশ্রু মুছি,
আমার মনের সকল অভাব দাও গো প্রভু ঘুঁচি।
ক্ষমার মধ্যে জীবন খুঁজি ভুলে প্রতিশোধ,
আমার সকল দুঃখ প্রভু করো প্রতিরোধ।।

(১৩৪)
তোমার ধ্যানেই কাটুক জীবন প্রভু পাবার আশে,
আমার অধম হৃদয় যেন মানুষ ভালোবাসে।

তোমায় পবো বলেই প্রভু স্বপ্নেতে বিভোর,
কাটেনা যেন তোমায় নিয়ে আমার প্রেমের ঘোর।
তুমি আছো তুমি রবে আমার এ নিশ্বাসে,
আমার অধম হৃদয় যেন মানুষ ভালোবাসে।।

অঝোর ধারায় বৃষ্টি প্রভু আমার দুই চোখে,
চাইনে কখনো আমায় মন্দ বলুক লোকে।
সুখে দুখে থেকো প্রভু তুমি আমার পাশে,
আমার অধম হৃদয় যেন মানুষ ভালোবাসে।।

(১৩৫)
ভোরের সূর্য তাকিয়ে দেখি জগত আলোকময়,
মানুষ ভালোবেসেই যেন আমার মরণ হয়।

কাউকে আঘাত না দেই যেন এ মোর অভিলাশ,
ধর্ম বর্ন নির্বিশেষে করবো সাথে বাস।
মনের যত রাগ গরিমা যেন দমন হয়,
মানুষ ভালোবেসেই যেন আমার মরণ হয়।।

মাটির দেহ খাবে মাটি কিসের অহংকার,
আলোকিত করো প্রভু মনের অন্ধকার।
কেউ আমাকে কষ্ট দিলে তা যেন মোর সয়,
মানুষ ভালোবেসেই যেন আমার মরণ হয়।।

(১৩৬)
হাজার তারার মেলা দূরে রাখো অন্ধকার,
সহজ করো প্রভু আমার জীবন পারাবার।

ভেঙে দিও প্রভু আমার মনের যত ভুল,
হৃদয়টা পবিত্র করো সুবাসিত ফুল।
শান্ড়ি বিলায়ে দুঃখ ভোলাই আমি যে সবার,
সহজ করো প্রভু আমার জীবন পারাবার।।

ধৈর্য দিও প্রভু আমায় করো সহনশীল,
কষ্ট না দেই কাউকে আমায় করো ক্ষমাশীল।
ধর্ম বর্ন নির্বিশেষে সুখ দাও সবার,
সহজ করো প্রভু আমার জীবন পারাবার।।

(১৩৭)

কোথায় খুঁজবো তোমায় প্রভু, নুরের দেখা দাও
আমার মনের দুঃখ কষ্ট তুমি তুলে নাও।

তুমি এক অদ্বিতীয় তোমার শরীক নাই,
একবার হলেও এই জীবনে তোমার দেখা চাই।
মনের যত রাগ ক্রোধ ভুলিয়ে তুমি দাও,
আমার মনের দুঃখ কষ্ট তুমি তুলে নাও।।

মানুষ প্রাণীর কষ্ট শুনলে এগিয়ে যাব আমি,
আমায় তুমি তেমন শক্তি দাও গো অন্তর্যামী।
সহনশীল করো প্রভু ক্ষমার শক্তি দাও,
আমার মনের দুঃখ কষ্ট তুমি তুলে নাও।।

(১৩৮)

সততার সুবাস মাখা জীবন করো প্রভু,
আমি যেন কাউকে কোন ক্ষ্ট না দেই কভু।

জন্ম মৃত্যু তোমার হাতে তোমার হাতেই সব,
আমার মাঝে জাগিয়ে দিও প্রনের কলরব।
ক্ষমা করার শক্তি দিও সাহস দিও প্রভু,
আমি যেন কাউকে কোন কষ্ট না দেই কভু।।

কারো কষ্টে এগিয়ে যাবো হোক জীবনের ব্রত,
ধৈর্য সহ্য দিও আঘাত সহ্য করার মত।
পথ ভ্রষ্ট হইনা যেন ক্ষনিক ভ্রমে প্রভু,
আমি যেন কাউকে কোন কষ্ট না দেই কভু।।

(১৩৯)
দ্যুলোক ভূলোক গোলক মাঝে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী,
পথের দিশা দাও গো প্রভু তোমায় যেন জানি।

তোমার ইচ্ছে ছাড়া গাছের পাতাও না নড়ে,
দুঃখ কষ্ট না দাও প্রভু আর কাহারো ঘরে।
ধর্ম, বর্ণ ভেদে সুখী হোক সকল প্রাণী,
পথের দিশা দাও গো প্রভু তোমায় যেন জানি।।

আমার দিলে দয়া দিও মায়া দিও প্রভু,
আমার দ্বারা কোন মানুষ কষ্ট না পায় কভু।
ক্ষমা দিও বুকের ভিতর করিও সম্মানী,
পথের দিশা দাও গো প্রভু তোমায় যেন জানি।।

(১৪০)
ফুল সুবাসে ভরে দিও আমার মন বাগান,
কোমল করো প্রভু সহজ করো আমার প্রাণ।

অচেনা কে চেনার মাঝেই হোক না আমার সুখ,
মানুষ ভালোবাসবো প্রেমে ভরিয়ে দাও বুক।
প্রভু তুমি দিয়েছো যে আমার জীবন শান,
কোমল করো প্রভু সহজ করো আমার প্রাণ।।

সীমাহীন এই দুনিয়াদারীর কতটুকুই জানি,
তোমার সৃষ্টি ভালোবাসি তোমায় যেন মানি।
ধৈর্য দিও প্রভু গাইবো তোমার প্রেমের গান,
কোমল করো প্রভু সহজ করো আমার প্রাণ।।

(১৪১)

আল-াহর কথা স্মরণ করে কাটুক আমার দিন,
দু:খ ভোলাও প্রভু, মনটা কইরো না মলিন।

আসুক যত ঝড় ঝঞ্ঝা করিও উদ্ধার,
শান্ড়ি বিলাই কাটুক আমার জীবন পারাবার।
আমার জীবন করো প্রভু অহংকার বিহীন,
দু:খ ভোলাও প্রভু, মনটা কইরো না মলিন।।

মনের বনে কাটুক হাজার ভালোবাসার ফুল,
কাউকে যেন কষ্ট দিয়ে আর করিনা ভুল।
ধৈর্য দিও প্রভু আমায় বিপদ কালীন,
হিংসা ভোলাও প্রভু, মনটা কইরো না মলিন।।

(১৪২)

আমি শুধু জানি কিছু অতীত বর্তমান,
ভবিষ্যৎ যে কেমন হবে জানেনা মোর প্রাণ।

আমার দ্বারা হয় না যেন কোন অপরাধ,
বাড়িয়ে দিও প্রভু আমার ধৈর্যেরই বাঁধ।
আজকের এই সভায় প্রভু গাইবো তোমার গান,
ভবিষ্যৎ যে কেমন হবে জানেনা মোর প্রাণ।।

মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ না করি,
খারাপকেও ভালোবেসে তাহার জীবন গড়ি।
দরিদ্রদের পাশে দাঁড়াই করবো তাদের দান,
ভবিষ্যৎ যে কেমন হবে জানেনা মোর প্রাণ।।

(১৪৩)

জীবন আমার অম্- মধুর প্রভুর দেয়া দান,
ব্যস্ড় শুধুই থাকবো না যে নিয়ে বর্তমান।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন থাকতে পারে সুখে,
আশে পাশের মানুষগুলো থাকে না যেন দুখে।
এমন কাজে নিবেদিত করবো আমার প্রাণ,
ব্যস্ড় শুধুই থাকবো না যে নিয়ে বর্তমান।।

রাগ ক্রোধ মনের ভেতর দম করে রবো,
হিংসা ভুলে শুধুই মোরা ক্ষমার কথা কবো।
পরের দু:খে মনটা যেন ভেঙে হয় খান খান,
ব্যস্ত শুধুই থাকবো না যে নিয়ে বর্তমান।।

(১৪৪)

ব্যাকুল হৃদয় বেয়ে পড়ুক মানবতা প্রেম,
প্রভু আমার মনের ইচ্ছে তোমায় সপিলেম।

মমতাময় করো আমায় করিও সহজ,
শক্তি দিও টানতে পারি সংসারেরই বোঝ।
শিশির ভেজা শুভ্র স্নিগ্ধ হোকনা আমার প্রেম,
প্রভু আমার মনের ইচ্ছা তোমায় সপিলেম।।

আমার আশেপাশে যদি কষ্ট কেহ পায়,
দু:খ নাশে কষ্ট নাশে এগিয়ে যেন যাই।
কাউকে কষ্ট না দেই প্রভু ওয়াদা করিলেম,
প্রভু আমার মনের ইচ্ছা তোমায় সপিলেম।।

(১৪৫)
তিমির আধার কালের মাঝে ডুবে আছি আমি,
আলোর পথ দেখাও প্রভু তুমি অন্তর্যামী।

আমি তোমার পথের চারণ সহজ পথে নাও,
এই জগতের কুঞ্জবনে তোমার দেখা দাও।
প্রাণ পেয়ালা প্রেমে সিক্ত হই যেন গো আমি,
আলোর পথ দেখাও প্রভু তুমি অন্তর্যামী।।

কান্না কষ্ট মুছে দিব অন্য কারো দু:খে,
পরের দু:খে দুখী হবো সুখী পরের সুখে।
মনের ঘৃনা দূর করিয়া মানুষ করো নামী,
আলোর পথ দেখাও প্রভু, তুমি অন্তর্যামী।।

(১৪৬)
দিলের দরদ বোঝেন আমার প্রভু নিরাকার,
সুবাসিত করো আমার জীবন পারাবার।

বিষাদ যেন নাহি জমে আমার সহজ মনে,
আমায় যেন ভালো মানুষ বলে সর্বজনে।
আমি যেন কাউকে কোন কষ্ট দেই না আর,
সুবাসিত করো আমার জীবন পারাবার।।

সাধ দিয়েছো সাধ্য দিও জীবন চলার পথে,
ঔষধ লাগাতে দিও কারো দু:খ ক্ষতে।
কাঁদিলে কেউ চোখের পানি মুছে দেই তার,
সুবাসিত করো আমার জীবন পারাবার।।

গান নং ১৪৭

প্রাণের ভিতর অনিশ্চিত এই জীবনের ভার,
বাইতে আমায় শক্তি দিও দয়াময় আমার ।

যে কয়টা দিন বেঁচে আছি চলতে পারি যেন,
এই জীবনের সমাপনী সহজ ভাবেই টেনো।
নিরুদ্দেশের পথে যেন চলতে না হয় আর,
বাইতে আমায় শক্তি দিও দয়াময় আমার।।

দয়া মায়ায় ভরিয়ে দিও আমার এই জীবন,
ধৈর্যশীল ক্ষমাশীল করো আমার মন।
শক্তি দিও আমায় প্রভু সহনশীলতার,
বাইতে আমায় শক্তি দিও দয়াময় আমার।।

গান নং ১৪৮

আমার এই ফেরারী হৃদয় শান্ড় করো প্রভু,
মিলন গান গাইবো কাউকে কষ্ট দেই না কভু।

জীবন যেন মাটির প্রদীপ হঠাৎ নিভে যাবে,
কে যেন কার মরন কালে একটু পানি পাবে।
সকল কষ্ট সয়ে চলার শক্তি দিও প্রভু,
মিলনের গান গাইবো কাউকে কষ্ট দেই না কভু।।

লড়াই আমি করতে চাই না ভালোবাসবো বলে,
দু:খ দেই না কাউকে যেন সুখে জীবন চলে।
সহনশীল হতে চাইযে দয়াময় প্রভূ,
মিলনের গান গাইবো কাউকে কষ্ট দেই না কভু।।

গান নং ১৪৯
জীবন যেন মিলনের হয়, না ঘটে বিচ্ছেদ,
না ঘটে যেন মানুষে মানুষেতে বিভেদ।

প্রভু তোমার সৃজন যেন আমি ভালোবাসি,
ক্ষণেক্ষণে প্রার্থনাতে তোমার কাছে আসি।
দুর করো গো প্রভু আমার প্রাণের দু:খ খেদ,
না ঘটে যেন মানুষে মানুষেতে বিভেদ।।

শিশির জলে সিক্ত করো প্রভু আমার মন,
মানুষ ভালোবেসেই আমার কাটুক সারাক্ষণ।
পবিত্র রাখিও এই মন রাখিও সফেদ,
না ঘটে যেন মানুষে মানুষেতে বিভেদ।।

গান নং ১৫০
কলম হাতেই দিবস গেল রাত্রি হলো শেষ,
কাগজেতে আঁচড় দিয়েই হবি নিরুদ্দেশ।

অনিশ্চয়তার এ জীবন চোখ বুঁজলেই মাটি,
মন পেয়ালা শুদ্ধ করে মানুষ হবে খাঁটি।
বুকের মাঝে থাকুক সদাই মানব প্রেমের রেস,
কাগজেতে আঁচড় দিয়েই হবি নিরুদ্দেশ।।

প্রভুর সৃষ্টি পথের চারণ পথ খুঁজে যায় দিন,
হে মুসাফির, তোমার হৃদয় না হয় যে মলিন।
দেহের উপর ভাঁজ পড়েছে হবে জীবন শেষ,
কাগজেতে আঁচড় দিয়েই হবি নিরুদ্দেশ।।

গান নং ১৫১

ফুল সুবাসে মাতাল হলাম প্রভু তোমার দান,
তোমার কাছে নেই যে আমার কোনই অভিমান।

দেহের ভাঁজে দাগ পড়েছে বুঁদ ঝিমালেম কেন,
ভাঙ্গা বীণের তার সেরে নেই বাজতে পারে যেন।
বিষাদ বনে হারিয়ে গিয়ে কষ্টে ভাসায় প্রাণ,
তোমার কাছে নেই যে আমার কোনই অভিমান।।

মন পেয়ালা খালি প্রভু, একটুকু প্রেম দিও,
আমায় তুমি তোমার কাছে সুস্থ তুলে নিও।
মাতাল বাণীর গীত লিখে গাই মাতাল সুরে গান,
তোমার কাছে নেই যে আমার কোনই অভিমান।।

গান নং ১৫২

সুখের চেয়ে শান্তিড় বড় এমন কথাই কই,
দয়াল প্রভু দয়া করো শান্তিতে যেন রই।

জীবন আমার মধুর করো সহজ করো তুমি,
গীতল কথায় মাতাও হৃদয় আনন্দ মৌসুমী।
তোমার মাঝেই মুক্তি, তোমার মাঝেই বিলীন হই,
দয়াল প্রভু দয়া করো শানি তে যেন রই।।

সহজ কথায় তোমার জন্য আমার কাব্য লেখা,
তোমায় ভালোবাসবো প্রভু তোমায় নিয়ে ভাববো।
কাউকে কষ্ট দেই না প্রভু ভালো মানুষ হই,
দয়াল প্রভু দয়া করো শান্তিতে যেন রই। ।

গান নং ১৫৩

প্রভু আমি অধম তোমার পথেই চারণ,
ক্ষণেক্ষণে তোমায় আমি করছি স্মরণ।

তোমার সৃষ্টি বিশ্ব ভুবন তোমার দয়ার দান,
তোমার কাছে নেইযে আমার কোনই অভিমান।
সহজ করে দিও প্রভু আমারই মরন,
ক্ষণেক্ষণে তোমায় আমি করছি স্মরণ। ।

শক্তি দিও সাহস দিও জীবন চলার পথে,
চলতে পারি যেন প্রভু তোমার আদেশ মতে।
মানুষ ভালোবাসবো প্রভু সারাটা জীবন,
ক্ষণেক্ষণে তোমায় আমি করছি স্মরণ।।

গান নং ১৫৪

শোকর করি প্রভু আমায় দিলে যত দান,
অল্পতেই তুষ্ট আমি ভরে যায় যে প্রাণ।

অনুরণন মনের মাঝে শুধুই তুমি প্রভু,
গোলাপ ফোটাই মনে কাউকে কষ্ট না দেই কভু।
সহনশীল করো প্রভু রেখো আমার মান,
অল্পতেই তুষ্ট আমি ভরে যায় যে প্রাণ।।

শান্ড় করো জগত প্রভু সবাই সুখি হোক,
দু:খ জরা দুর করে দাও কষ্ট না পায় লোক।
সবার জীবন হউক প্রভু সুখের ফুল বাগান
অল্পতেই তুষ্ট আমি ভরে যায় যে প্রাণ।।

গান নং ১৫৫

সুখ দু:খ মিলেই জীবন দু:খ কেন খুঁজি,
কেউ জানেনা কখন আমরা দুইটি চক্ষু বুঁজি।

তাইতো চল গাইবো মোরা এই জীবনের গান,
দু:খ ভোলাই, কষ্ট ভোলাই জেগে উঠুক প্রাণ।
ব্যথা ভুলে চলো সবাই সুখের নাগাল খুঁজি,
কেউ জানেনা কখন আমরা দুইটি চক্ষু বুঁজি।।

যে কয়টা দিন বাঁচি চলি মানুষের কল্যাণে,
মানবতা জেগে উঠুক আমার সরল প্রাণে।
যুদ্ধ নয় বন্ধু আমরা শান্তিশুধু খুঁজি,
কেউ জানেনা কখন আমরা দুইটি চক্ষু বুঁজি।।

গান নং ১৫৬

জীবন যেন ফুলের মত পাপড়ি ঝরে যাবে,
মানব প্রেমই সবার জীবন মুক্তি খুঁজে পাবে।

দু:খ নয় সুখের খোঁজে জীবন করি পার,
পরের দুঃখ ভুলিয়ে দেখি সুখ মেলে সবার।
অল্পে তুষ্ট থাকলে আমার দুঃখ কমে যাবে,
মানব প্রেমই সবার জীবন মুক্তি খুঁজে পাবে।।

মনের দুয়ার খোলা রাখি পরকে আপন করি,
কাজের ফাঁকে প্রভুর কথা সদাই যেন স্মরি।
পরের দু:খে ঘুঁচিয়ে নিজের দু:খকে হারাবে,
মানব প্রেমই সবার জীবন মুক্তি খুঁজে পাবে।।

গান নং ১৫৭
মিছেই মোরা জিদ করি না হবো না এক রোখা,
স্বার্থপর কেউ হবো না, হবো না কেউ বোকা ।

ফেরেব্বাজী করবো না কেউ দয়াল যেন হই,
ক্ষমার মাঝে আমরা যেন শান্তি খুঁজে লই।
ঘৃণা মোরা করবো না কেউ, হবো না একচোখা ,
স্বার্থপর কেউ হবো না, হবো না কেউ বোকা।।

কাউকে কষ্ট আর দেবোনা, হবো না নিষ্ঠুর
হিংসা থেকে সবাই মোরা থাকবো বহু দুর।
ধৈর্য সহনশীল হবো, নই তো মোরা খোকা,
স্বার্থপর কেউ হবো না, হবো না কেউ বোকা।।

গান নং ১৫৮
হৃদয় আমার দয়াল করো প্রভু দয়াময়,
মানুষ ভালোবেসে যেন আমার মরণ হয়।

ক্ষমাই হোক প্রভু আমার জীবন চলার সাথী,
তোমার সৃষ্টি ভালোবেসে প্রভুর প্রেমে মাতি।
দু:খ ভোলাই কান্না ভোলাই প্রভু দয়াময়,
মানুষ ভালোবেসে যেন আমার মরণ হয়।।

বিষন্নতা ঝেড়ে ফেলে উচ্ছল করি মন,
চোখের পানি মুছে ফেলে পর করি আপন।
দয়াল তুমিই যে আমার শেষ আশ্রয়,
মানুষ ভালোবেসে যেন আমার মরণ হয়।।

গান নং ১৫৯
জাগিয়ে দিও প্রভু আমার ঘুমিয়ে থাকা প্রেম,
আমার যত ভালোবাসা তোমায় সপিলেম।

কষ্টে যারা ডুবে আছে কাঁন্না যাদো সাথী,
তাদের মনে জ্বালাই যেন আমার প্রেমের বাতি।
দু:খীর পাশে থাকবো প্রভু ওয়াদা করিলেম,
আমার যত ভালোবাসা তোমায় সপিলেম।।

আমার মনের রাগ ক্রোধ করিয়া দমন,
শান্তি দিও প্রভু আমার বড় করো মন।
কাউকে কষ্ট না দেই যেন ওয়াদা করিলেম,
আমার যত ভালোবাসা তোমায় সপিলেম।।

গান নং ১৬০
ডুবে আছি দয়াল প্রভু তিমির অন্ধকারে,
আলোর দিশা দাও গো প্রভূ পার করো আমারে।

রাঙিয়ে তোল আমার জীবন ফুলের সুবাস দিয়ে,
মুক্তি দাও রাগ ক্রোধ তুমি তুলে নিয়ে।
জীবন আমার যায় ভেসে যায় অথৈ পারাবারে,
আলোর দিশা দাও গো প্রভু পার করো আমারে।

দুঃখ আমার ভুলিয়ে দাও জাগাও মনে সুখ,
দুঃখি যেন হইগো প্রভু দেখে পরের দুঃখ।
পরের কষ্টে হৃদয় যেন পাশে থাকতে পারে,
আলোর দিশা দাও ঘো প্রভু পার তরো আমারে।

গান নং ১৬১

খোলা দিলে বলছি প্রভু আমি মুসলমান,
আমার আছে এই দেহ মন সবই তোমার দান।

যে দিকেতে চালাও তুমি সেই দিকেই চলি,
তবুও যেন আমি প্রভু সত্য কথা বলি।
দিও নিখাদ ভালোবাসা ভরে আমার প্রাণ,
আমার আছে এই দেহ মন সবই তোমার দান।।

আমি যেন ভালোবাসি তোমার সৃষ্টি কুল,
কাউকে আঘাত দিয়ে প্রভু না করি যেন ভুল।
রাগ ক্রোধ দমন করো রাখিও সম্মান,
আমার আছে এই দেহ মন সবই তোমার দান।।

গান নং ১৬২

দিলের কসম বলছি প্রভু মানুষ ভালো হব,
এর জন্য দু:খ কষ্ট সবই আমি সবো।

তবুও আমি চাই যে তোমার নিখাদ ভালোবাসা,
তোমায় পাব পরপারে এই তো মনে আশা।
তোমার সৃষ্টি মানব জাতির সেবক আমি হব,
এর জন্য দু:খ কষ্ট সবই আমি সবো।।

ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাউকে নহে ঘৃণা,
গুনের বিচার দিয়েই হবে মানুষদেরকে চেনা।
কাউকে না দেই কষ্ট প্রভু ধৈর্য নিয়ে রবো,
এর জন্য দু:খ কষ্ট সবই আমি সবো।।

গান নং ১৬৩

কোথায় তোমায় খুঁজবো প্রভু বন পাহাড়ে,
তোমার বিষয় জানতে আমি প্রশ্ন করি কারে।

নিরাকার প্রভু তুমি থাকো আমার মনে,
হাজার কথা বলবো প্রভু আমি তোমার সনে।
শুদ্ধ করো দয়াল প্রভু আমার জীবনটারে,
তোমার বিষয় জানতে আমি প্রশ্ন করি কারে।।

পৃথিবীতে যত ধর্ম সবই তোমার দান,
কেউ হিন্দু, কেউ খৃষ্টান, কেউবা মুসলমান।
ভিন্ন মতে সাথে চলার শক্তি দাও আমারে,
তোমার বিষয় জানতে আমি প্রশ্ন করি কারে।।

গান নং ১৬৪

অচেনা মোর প্রভু তোমায় কেমনে নেব চিনে,
তোমায় শুধু খুঁজে বেড়াই আমি রাত্রি দিনে ।

আকাশ ভরা হাজার তারা সবই তোমার দান,
সহনশীল করো আমায় ওগো দয়াবান।
মানুষ ভালোবাসবো প্রভু তোমার জমিনে,
তোমায় শুধু খুঁজে বেড়াই আমি রাত্রি দিনে।।

হিংসা বিবাদ ভুলে লোকের মন করবো জয়,
দুর করো মোর বিষাদ যত দুর করো মোর ভয়।
মনবতার মাঝে আমি তোমায় নব চিনে,
তোমায় শুধু খুঁজে বেড়াই আমি রাত্রি দিনে।।

গান নং ১৬৫

বকুল তারা আকাশ মাঝে তোমায় খুঁজি প্রভু,
তোমার সৃষ্টি মানুষকে যেন কষ্ট দেই না কভু।

জীবন থেকে পালিয়ে না যায় আমার সময় গুলো,
আমি তোমার সৃষ্টি মানুষ ক্ষুদ্র পথের ধুলো।
আমার মনের আধার কালো দুর করিও প্রভু
তোমার সৃষ্টি মানুষকে যেন কষ্ট না দেই না কভু।।

মনের ভিতর সেঁধিয়ে দিও অসীম ভালোবাসা,
পরপারে তোমায় পাবো এই তো মনে আশা।
মনের যত রাগ ক্রোধ দুর করিও প্রভু,
তোমার সৃষ্টি মানুষকে যেন কষ্ট দেইনা কভু।।

গান নং ১৬৬

তুমি না হয় রইলে প্রভু আমার হৃদয় জুড়ে,
তোমারে না দেখিলে প্রভু আমার পরাণ পুড়ে।

কত কিছু চাওয়ার আছে প্রভু তোমার কাছে,
সহনশীলতা দিও তুমি আমার হৃদয় মাঝে।
হৃদয় জুড়ে প্রেমের ফুলের রেণু যেন উড়ে,
তোমারে না দেখিলে প্রভু আমার পরাণ পুড়ে।।

ভিন্ন মতে এক সাথে চলার শক্তি দিও,
কাউকে আঘাত দেবার আগে আমায় তুলে নিও।
আমার মনের ভিতর যেন মানবতাই ঘুরে,
তোমারে না দেখলে প্রভু আমার পরাণ পুড়ে।।

গান নং ১৬৭

প্রভু আমায় পার করিও অথৈ সাগরে,
ছিন্ন না হয় আমার ডোঙ্গা ফিরতে পারি ঘরে।

মধ্য পথে চলি প্রভু সামলে তুমি নিও,
জীবন হয়না জটিল আমার সহজ করে দিও।
ইচ্ছেমত চলতে পারি তোমারই পথ ধরে,
ছিন্ন না হয় আমার ডোঙ্গা ফিরতে পারি ঘরে।।

নিরেট বোকা না হই যেন, অতি চালাক নয়,
প্রভু আমার মনের আশা যেন পুরণ হয়।
ভালোবাসা দিও প্রভু আমার হৃদয় ভরে,
ছিন্ন না হয় আমার ডোঙ্গা ফিরতে পারি ঘরে।

গান নং ১৬৮

তোমারই ফেরেশতার কাছে গুনাহ নেকি লেখা,
আমার শুধুই চলাবলা দুই নয়নে দেখা।

স্বপ্ন দেখাও তুমি প্রভু আমার সহজ প্রাণে,
পঙ্কিলতা যেন প্রভু আমাকে না টানে।
তোমার কাছেই প্রভু আমার জীবন চলা শেখা,
আমার শুধুই চলাবলা দুই নয়নে দেখা।।

জীবন করো সুবাসিত গোলাপ মাখা ঘ্রানে,
কাঁটার আঘাত পাইনা যেন আমার অবুঝ প্রাণে।
জীবন আমার সহজ করো চলতে পারি একা,
আমার শুধুই চলাবলা দুই নয়নে দেখা।।

গান নং ১৬৯

দুই কাঁধে দুই ফেরেশতারা হিসাব লিখে যায়,
ভালো মন্দ নিয়েই জীবন ভালোই প্রভু চাই ।

সৎ কর্ম করাও প্রভু আমি গুনাহগার,
কোন অতলে ডুবে আছি নাই তো জানা তার।
পরপারে প্রভু তোমার দেখা যেন পাই,
ভালো মন্দ নিয়েই জীবন ভালোই প্রভু চাই।।

তোমার প্রেমে পূর্ণ করো ওগো দয়াময়,
তোমার জিকির করেই যেন আমার মরণ হয়।
কালের চাকার টানাপোড়নে রেহাই যেন পাই,
ভালো মন্দ নিয়েই জীবন ভালোই প্রভু চাই।।

গান নং ১৭০

ঈমানদারীর লেবাস পরে ঘুরিস হেথা হোথা,
নিজেকেই প্রশ্ন করে দেখিস আছিস কোথা।

নিজের কাছেই নিজেকে তুই করেছিস অচেনা,
ভেবে দেখ কত লোকের কাছে আছিস তুই দেনা।
সৃষ্টিকর্তার হিসাব মতে তোর স্থান যে কোথা?
নিজেকেই প্রশ্ন করে দেখিস আছিস কোথা।।

প্রাণের ভিতর পাপের খনি কিম্বা পূন্যে ভরা,
শান্তির নীড় রয়েছে কি রইলো মরু খরা।
দিলের কসম বলছি জানিস তোর জায়গা কোথা,
নিজেকেই প্রশ্ন করে দেখিস আছিস কোথা।।

গান নং ১৭১

সাগর তীরে নুড়ি কুড়াই জনম জনম ধরে,
তোমায় ডাকি দয়াল প্রভু পার করো আমারে।

চার পাশে মোর অথৈ পাথার কুল কিনারা নাই,
কেমন করে প্রভু তোমার নুরের দেখা পাই।
গাইছি প্রভু তোমার গজল অতি বিনয় করে,
তোমায় ডাকি দয়াল প্রভু পার করো আমারে।।

দুই দিনের এই পান্থশালায় বেহুশ থাকি কাজে,
তবুও প্রভু তোমায় রাখি আমার বুকের পাশে।
তুমি আমার অচিন প্রভু চেনা দাও আমারে,
তোমায় ডাকি দয়াল প্রভু পার করো আমারে।।

গান নং ১৭২

এই জীবনের হিসাব নিকাশ রইলো প্রভু বাকী,
তোমার তরেই প্রভু আমি তসবিহ গুনে থাকি।

শোকর করি বিশ্বে যা কিছু সবই তোমার দান,
জীবন দিলে তুমি আবার নিয়ে নিবে প্রাণ।
প্রেম দিলে প্রণয় দিলে হৃদ মাঝারে আঁকি,
তোমার তরেই প্রভু আমি তসবিহ গুনে থাকি।।

মনের মাঝে ওলট পালট কত কথা কয়,
মন বাগানে কত রকম ফুল ফুটে যে রয়।
এই জীবনে আসল নকল কত নগদ বাকী,
তোমার তরেই প্রভু আমি তসবিহ গুনে থাকি।।

গান নং ১৭৩

ধরণী নামের পান্থশালায় আমরা পথচারী,
নিরুদ্দেশের যাত্রা পথে হাজার ক্রোশ পাড়ি।

জীবন যেন মায়ার খেলা গীতল বৃক্ষ বন,
মহা জ্ঞানী প্রভু তুমি করেছো সৃজন।
মরীচিকায় হারায় না যেন আমার জীবন গাড়ী,
নিরুদ্দেশের যাত্রা পথে হাজার ক্রোশ পাড়ি।।

বেলা শেষে আকাশ পানে দেখি তারার ভীড়,
প্রভু আমায় দেখিয়ে দিও জীবন নদীর তীর।
বাসন্তি কা বনের মাঝে স্বপ্ন দেখি তারই,
নিরুদ্দেশের যাত্রা পথে হাজার ক্রোশ পাড়ি।।

গান নং ১৭৪

হাজার ফুলের বাগান মাঝে আমি একটি ফুল,
প্রভু তোমায় চিনতে আমি না করি যেন ভুল ।

চাইনে আমার হুরপরী যে তোমার দেখা চাই,
জ্ঞানের সুবাস বিলিয়ে যেন তোমার কাছে যাই।
আমায় তুমি পার করিও একুল আর ওকুল,
প্রভু তোমায় চিনতে আমি না করি যেন ভুল।।

জ্যোস্না মাখা আকাশ গাঙে হাজার তারার মেলা,
আলোকিত ঝিঁকিমিকিঁ করছে তারা খেলা,
তোমার সৃষ্টি দেখে আমি সত্যি বেভুল,
প্রভু তোমায় চিনতে আমি না করি যেন ভুল।।

(১৭৫)
দু:খবাদী নাইবা হলেম দু:খ ভুলে রই,
মানব প্রেমের মাঝেই আমি শান্তি খুঁজে লই।

কাজের নেশায় বুদ হয়ে রই প্রতি সকাল সাঁঝে,
তোমায় যেন ডাকি প্রভু হাজার কাজের মাঝে।
তোমার দেখা পাবার জন্য অধীর হয়ে রই,
মানব প্রেমের মাঝেই আমি শান্তি খুঁজে লই।।

অনিশ্চয়তার জীবন তবু ভরসা তোমায় করি,
সুখে দুখে সকল সময় তোমায় যেন স্মরি।
প্রভু আমি যেন তোমার মনের মত হই,
মানব প্রেমের মাঝেই আমি শান্তি খুঁজে লই।।

(১৭৬)
তোমার সৃষ্টি ফুল ও ফসল সবই তোমার দান,
প্রভু আমায় শান্তকর মুক্ত কর প্রাণ।

তোমার অপার বিশ্ব দেখে বিস্মিত হই আমি,
আমার মনে শান্তি দিও প্রভু অন্তর্যামী।
জীবন যখন অস্তাচলে, প্রভু আমায় দাওগো বলে,
আত্মাটা হোক জ্বলজ্বলে বেহেস্তে নাও প্রাণ।।

মাথার ভিতর হাজার প্রশ্ন উত্তর না মিলে,
তুমি আমার সমাধানের সুযোগ দিয়ে দিলে।
জান্নাতেই যাবার স্বপ্নমনের মধ্যে রয়,
তোমার সাথে আমার হৃদয় একাই কথা কয়।
এপার ওপার দুই পারেতে রাখিও সম্মান।।

ভোগ বিলাসী না হই যেন হিসেব করে চলি,
ত্যাগেই যেন শান্তি খুঁজি পরের কথা বলি।
বুকের মধ্যে করি যেন ভালোবাসার চাষ,
প্রভু তোমায় ডাকি যেন আমি বারো মাস।
বিশ্ব পিতা তুমি জানো আমার অবস্থান।।

(১৭৭)

প্রভু তুমি আমার বুকে প্রেমের প্রদীপ দাও,
তোমার সৃষ্টি ভালবাসি তাইতো তুমি চাও।

ত্যাগই ধর্ম তাইতো জানি আমায় কর ত্যাগী
শান্তি বিলাই সবার মাঝে না হই প্রভু ভোগী।
আমার খাবার ভাগ করে খাই অভুক্তদের সাথে,
এমন শক্তি দাও গো প্রভূ কাজ করি দুই হাতে।
সুস্থ্য দেহে আমায় রেখো সুস্থ তুলে নাও।।

জ্ঞাতসারে কাউকে যেন দেইনাকো আঘাত,
প্রভুর কাছে প্রার্থনা মোর তুলে দুইটি হাত।
মিথ্যা কথা না যেন কই মিথ্যা বলা পাপ,
প্রভু আমার ভুল ত্রুটি তুমি কর মাপ।
জানি তুমি আমার মনের সকল খবর পাও।।

আমার মুখের মিষ্ট কথায় সবাই সুখী হোক,
এমন কথা কইনা যাতে কষ্ট পাবে লোক।
জ্ঞানের আলো দান করিবো অন্যদেরই মাঝে,
প্রভু তোমায় স্মরণ করি যেন সকাল সাঁঝে।
করুণা করোগো প্রভু তোমার দয়ায় ছাঁও।।

(১৭৮)

ক'দিনের বা জীবন মোদের কেউ তাহা না জানি,
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ঝরে পড়ে বয়স প্রতিক্ষণই।

মৃত্যু মোদের অনেক কাছে জীবন চলমান,
শৈশব কৈশোর মাড়িয়ে যৌবন অবসান।
অভিজ্ঞতার ঝুলি নিয়ে বার্ধক্যে চলি,
হাজার রকম লোকের সাথে হাজার কথা চলি।
বিশ্ব নামের এই বাগানে কত নিয়ম মানি।।

কত রকম নেশা মোদেও নেশার ঘোরে রই,
বুকের ভিতর মন্দ রেখে ভাল কথা কই।
দুই দিবসের বেঁচে থাকায় স্বপ্ন অফুরান,
ধনের নেশায় মাতি কেউবা মদ্য করি পান।
সৃষ্টিকর্তা দেখেন মোদেরকয়জনে তা মানি।।

কখন কে যে উড়াল দেব তবুও এত লোভ ,
অনেক কিছু পাবার পরেও প্রভুর প্রতি ক্ষোভ।
জানিনা কোথায় মিলবো প্রভু পরপারে,
তোমার দয়ায় সিক্ত করো ডাকি তোমারে।
শক্তি দিও সহজভাবে জীবনের ভার টানি।।

(১৭৯)
সুখ চাও শান্তি চাও তবে ভালোবাসা দিয়ে যাই,
ত্যাগের মাঝেই ভালোবাসা যায় ত্যাগেই শান্ড়ি পাই।

আমি শান্তির সৈনিক আমি বিজয়ের গান গাই,
আমি সহনশীলতা ভালোবাসা দিয়ে বিশ্বকে খুঁজে পাই।
আমি সমতার কথা কই বৈচিত্র্যের কথা কই,
সব ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভালোবেসে যেন রই।
কষ্ট ভোলাই দুঃখ ভোলাই বিপদে এগিয়ে যাই,
ত্যাগের মাঝেই ভালোবাসা যায় ত্যাগেই শান্তি পাই।।

যেন কষ্ট দেইনা কাউকে, যেন আঘাত না পায় কেউ,
সারা বিশ্বে যেন বয়ে যায় ওগো শান্তি সুখের ঢেউ।
নিশ্চিত করি মানুষের যত মৌলিক অধিকার,
সাথে চেষ্টা করি রক্ষা করতে মানবাধিকার।
ক্ষমা করতে শিখেছি অন্যকে শ্রদ্ধা করে যাই,
ত্যাগের মাঝেই ভালোবাসা যায় ত্যাগেই শান্তি পাই।।

(১৮০)
শান্তির পথে চলি কলহকে এসো ভুলি,
ভালো কাজে থাকি সবে ব্যস্ত।
মনের ভিতরে শুধু ভালোবাসা রয়ে যাক,
ঘৃনাকে করি পরাস্ত ।

আর ঘৃনা নয়, ভালোবাসা দিয়ে যাই,
কাউকে আঘাত নয় এসো সবে ভাই ভাই।
শান্তির কাজে রই ন্যস্ত।
মনের ভিতরে শুধু ভালোবাসা রয়ে যাক
ঘৃনাকে করি পরাস্ত।।

অপরের দু:খে দু:খি সুখে সুখি হয়ে যাই,
আক্রোশ দূরে ঠেলে সহনশীলতা চাই।
নিজেকে ভালো করি সাব্যস্ত।
মনের ভেতরে শুধু ভালোবাসা রয়ে যাক ,
ঘৃনাকে করি পরাস্ত।।

(১৮১)
সবুজ পাতা জেগে উঠুক আজকে সবার মনে,
শান্তির গান গাইবো মোরা শান্ত হবো প্রাণে।

দূর করে দেই আজকে আমার মনের যত ঘৃনা,
সবার কাছে শোধ করি ভালোবাসার দেনা ।
মাতৃভুমির কাছে আমি ঋনী প্রতি ক্ষণে,
শান্তির গান গাইবো মোরা শান্ত হবো প্রাণে।।

একে অন্যের অশ্রু মুছে ভুলিয়ে দেব দুখ,
বাংলা হবে শান্তির নীড় সবার মনেই সুখ।
ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মিলবো মুক্ত মনে,
শান্তির গান গাইবো মোরা শান্ত হবো প্রাণে।।

(১৮২)
প্রভু তোমার দরবারেতে আমার মোনাজাত,
তোমায় যেন ডাকতে পারি আমি দিবস রাত।

বিশ্বভুবন জুড়ে যেন শান্তি সুখে রই,
যুদ্ধ ভুলে দ্বন্দ্ব ভুলে প্রেমের কথা কই।
প্রভু আমি কাউকে যেন দেইনাকো আঘাত,
তোমায় যেন ডাকতে পারি আমি দিবস রাত।।

সুস্থ দেহে মরতে পারি এই তো আমার চাওয়া,
দু:খ ভুলে হাসতে পারি এইতো পরম পাওয়া।
সুখে দু:খে প্রভু তুমি দিও আমায় সাথ,
তোমায় যেন ডাকতে পারি আমি দিবস রাত।।

(১৮৩)
কাউকে যদি দু:খ দিলে, দেখবে মনে কষ্ট মিলে,
ভুগবে তুমি তিলে তিলে, দুনিয়া আন্ধার,
ভালোবাসা বিলাই চলো, কি দরকার কান্দার।

পরের মুখে হাসি দিলে, নিজের মনে শান্ড়ি মিলে,
বাঁচো সবাই খোশ দিলে সময় সুখে পার,
ভালোবাসা বিলাই চলো, কি দরকার কান্দার।।

প্রভুর কথা মেনে নিলে, দু:খ ভোলাও সবাই মিলে,
পরের কষ্ট বুকে নিলে, আখের হবে পার,
ভালোবাসা বিলাই চলো, কি দরকার কান্দার।।

কারো সাথে জোর করিলে অনিচ্ছাতেও দু:খ মিলে,
বুঝিয়ে তারে নিও দিলে, জোর করে কি আর,
ভালোবাসা বিলাই চলো, কি দরকার কান্দার।।

(১৮৪)
আমার মনের কালি প্রভু তুমি কর দূর,
ক্রোধ ভুলে দাও বুকের ভিতর ভালোবাসার সুর।

ধৈর্য দিও প্রভু যেন কাউকে না দেয় কষ্ট,
আমার হাতে হয় না যেন কারো জীবন নষ্ট।
মনের অহংকারকে ভেঙে করিও চুরচুর,
আমার মনের কালি প্রভু তুমি কর দূর।।

দুখির দু:খ ঘোচাই যেন তোমার দুনিয়ায়,
মনের ভালোবাসা যেন অপরকে বিলাই।
মৃত্যুর আগে দেখি যেন প্রভু তোমার নুর,
আমার মনের কালি প্রভু তুমি কর দূর।।

(১৮৫)

বুকের ভিতরে প্রেমের সুবাস জাগিয়ে দিও প্রভু,
তোমার সৃষ্টি কাউকে যেন কষ্ট দেইনা কভু।

রহস্যময় জীবন হোকনা প্রেমেতে ভরপুর,
লোভ লালসা হিংসা থেকে রেখো আমায় দূর,
আমায় সহনশীলতা দাও শান্ত কর প্রভু ,
তোমার সৃষ্টি কাউকে যেন কষ্ট না দেই কভু।।

শীতল জীবন দিও প্রভু গীতল জীবন দিও,
আমার দু:খগুলো প্রভু তুমিই দূর করিও।
আমাকে ধীর শান্ড় শিশির সিক্ত কর প্রভু,
তোমার সৃষ্টি কাউকে যেন কষ্ট না দেই কভু।।

(১৮৬)

প্রভু তোমার সৃষ্ট মাটির কাছে আমার ঋণ,
সেই মাটিতে ফিরে যেতে হবে যে একদিন।

মাটি দিয়েই তৈরি দেহ মাটিতে যায় মিশে,
দুই দিনের এই দুনিয়াদারী অহংকারটা কিসে?
তুমি আমার বুকের ভিতর বাজাও প্রেমের বীণ,
প্রভু তোমার সৃষ্ট মাটির কাছে আমার ঋণ।।

দমন কর প্রভু আমার মনের যত রাগ,
জনে জনে বিলাই যেন ভালোবাসার ভাগ।
স্নেহ যেন করি শিশু শ্রদ্ধায় প্রবীণ,
প্রভু তোমার সৃষ্ট মাটির কাছে আমার ঋণ।।

(১৮৭)

প্রতিশোধ নয় ক্ষমায় শান্তি ক্ষমাই হোক আদর্শ,
হৃদয়ে হৃদয় লাগুক সবার ভালোবাসার স্পর্শ।

বুকেতে ফুটুক হাসনা হেনা বিলাই তার সুগন্ধ,
ভেতরে কালো দূর করে দেই দূর করে দেই মন্দ।
অল্পে তুষ্ট হলেই জীবনে আসবে অপার হর্ষ,
প্রতিশোধ নয় ক্ষমায় শান্তি ক্ষমাই হোক আদর্শ।।

এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে জীবন বড়ই তুচ্ছ,
ভালোবাসার মালা গাথি ছড়াই ফুলের গুচ্ছ।
কেউতো জানিনা এই পৃথিবীতে বাঁচবো কত বর্ষ,
প্রতিশোধ নয় ক্ষমায় শান্তি ক্ষমাই হোক আদর্শ।।

(১৮৮)

দীঘির জলে পদ্ম পাতা এই আছি এই নাই,
কখন প্রভুর দেখা পাবো রয়েছি আশায়।

আকাশ ভরা হাজার তারা কোথায় তুমি প্রভু,
আমার চোখে তোমার নূরের দেখা না পাই কভু।
হারিয়ে যেতে চাই যে তোমার ভালোবাসায়,
কখন প্রভুর দেখা পাবো রয়েছি আশায়।।

নদীর পাড়ে দখিন হাওয়া জানলা দিয়ে আসে,
এমন মধুর ক্ষণে তুমি, তুমি রইতে যদি পাশে।
তোমার উপস্থিতি আমার হৃদয়ে সুখ ভাসায়।।

(১৮৯)
প্রভু আমায় তোমার পথে পথিক করে নাও,
আমায় তুমি সৎ কার্য করার সুযোগ দাও।

সুস্থ রাখো প্রভু তুমি আমার দেহ মন,
ফাগুন রাঙা রাঙিয়ে দিও মনের ফুল বন।
আমার চোখে ঝিলিক দিয়ে তোমার দেখা দাও,
প্রভু আমায় তোমার পথের পথিক করে নাও।।

তোমায় ভালোবাসবো আমি প্রভু নিরন্তর,
বুকের ভিতর জাগিয়ে দিও তোমার প্রেমের ঝড়।
আমায় তুমি বদলে নিও যেমন ভাবে চাও,
প্রভু আমায় তোমার পথের পথিক করে নাও।

(১৯০)
আনমনেতে গাইবো প্রভু তোমার গুনগান,
ভালোবাসায় ভরিয়ে দিও তুমি আমার প্রান।

খেলবো আমি তোমার সাথে,
চাঁদ জাগা ওই জ্যোৎস্না রাতে
প্রার্থনা মোর এ দুই হাতে।
রেখো আমার মান,
আনমনেতে গাইবো প্রভু তোমার গুনগান।।

তোমায় দেখার আশায় আমি থাকি পথ চেয়ে,
প্রার্থনাতে অশ্রু ঝরে আমার দু'চোখ বেয়ে।
আমার মনের বনে এসে একবার তুমি ভালোবেসে,
জীবন চালাও খেলে হেসে বিষাদ অবসান।
আনমনেতে গাইবো প্রভু তোমার গুনগান।।

(১৯১)
প্রভু তোমায় মনে মনে কত করে ডাকি,
বুকের মধ্যে তোমায় নিয়ে ঘোরের মধ্যে থাকি।

শুনতে কি পাও আমার কথা, প্রার্থনা আমার,
কাজের মাঝে ব্যস্ত, নেইকো সময় যে থামার।
প্রভু আমায় সঠিক করো দেই না যেন ফাঁকি,
বুকের মধ্যে তোমায় নিয়ে ঘোরের মধ্যে থাকি।।

প্রভু তুমি জ্ঞান বিতরন করো জনে জনে,
সেখান থেকে একটুকু জ্ঞান দিও আমার মনে।
আমার জীবন পরতে তোমার না থাকেগো বাকি,
বুকের মধ্যে তোমায় নিয়ে ঘোরের মধ্যে থাকি ।।

(১৯২)
প্রভু তোমায় ভালোবাসার সুযোগ করে দিও,
বুকের বিতর কষ্টগুলো তুমি তুলে নিও।

আনন্দময় রেখো জীবন উচ্ছল রেখো প্রান,
সমাজ ও সংসারে তুমি রেখো আমার মান।
পুলসিরাতের পুল আমার তুমি পার করিও,
প্রভু তোমায় ভালোবাসার সুযোগ করে দিও।।

সুস্থ্য রেখো যাতে করে তোমায় পারি ডাকতে,
মুক্ত রেখো পাপ থেকে অনেক দূরে থাকতে।
ক্ষমা করার পরে তুমি আমায় তুলে নিও,
প্রভু তোমায় ভালোবাসার সুযোগ করে দিও।।

(১৯৩)
দুই নিশীথের এই যে জীবন প্রভু তোমার খেলা,
ঝিঁকিমিকি রঙের বাহার বসিয়েছো মেলা।

তোমার কাছেই কূর্ণিশ মোর আত্মসমর্পণ,
তোমায় পাবার ব্যাকুল চাওয়া তৃষিত এ মন।
হাজার রকম ফুলের বনে আমি যে এ বেলা,
দুই নিশীথের এই যে জীবন প্রভু তোমার খেলা।।

প্রভু আমার জীবন ঘুড়ির লাটাই তোমার হাতে,
মনের আধার দূর করে দাও রেখো আমায় সাথে।
এই জগতে আমায় ফেলে কোথায় তুমি গেলা,
দুই নিশীথের এই যে জীবন প্রভু তোমার খেলা।।

(১৯৪)
আর কত দিন রইবো প্রভু তোমার অপেক্ষায়,
কোথায় গেলে তোমায় পাব আমার জানা নাই।

দু'হাত তুলে বসে থাকি তোমার দেখা পাব,
তোমার মাঝে বিলীন হবো নিজেকে হারাবো,
দোজখ বেহেস্ত তোমার হাতে মোর ক্ষমতা নাই,
আর কত দিন রইবো প্রভু তোমার অপেক্ষায়।।

শরাবন তোহ্‌রা চাইনা, চাইনা হুরপরী,
তোমার ভালোবাসা পাব তাইতো স্মরি।
জীবন আমার পূন্য কর জোনাক জোছনায়,
আর কত দিন রইবো প্রভু তোমার অপেক্ষায়।।

(১৯৫)

পানি কাদায় রইনু পড়ে প্রভু আমায় ধরো,
জীবন আমার ভয় হতাশায় সত্যি জড়োসড়ো।

দোজখ কিম্বা বেহেস্ড় যাই আমার ভাগ্যে লেখা,
জানিনে তা শুধু আমার সঙ্গো দিও দেখা।
সকল দু:খ গ্লানি থেকে আমায় মুক্ত করো,
পানি কাদায় রইনু পড়ে প্রভু আমায় ধরো।।

ব্যথিত এই হৃদয় আমার তোমার অপেক্ষায়,
মাটির দেহ যখন তখন মাটিতে মিলায়।
আমার জীবন আলোকিত পূন্যময় করো,
পানি কাদায় রইনু পড়ে প্রভু আমায় ধরো।।

(১৯৬)

হেলাফেলায় জীবন গেলো তোমায় ডাকি নাই,
প্রভু আমার দাও গো দেখা তোমার দেখা চাই।।

স্বপ্নে কিম্বা জাগরনে দেখাও তোমার নুর,
ছন্ন ছাড়া জীবন থেকে আর থেকো না দূর।
মিষ্টি করে বলি যেন নিজের কথাই,
হেলাফেলায় জীবন গেল তোমায় ডাকি নাই।।

লুট করে নাও প্রভু আমার সকল ভালোবাসা,
তোমার মনে মুক্তি মিলবে এইতো মনে আশা।
তুমি ছাড়া জীবন আমার যাবে যে বৃথাই,
হেলাফেলায় জীবন গেল তোমায় ডাকি নাই।।

(১৯৭)
নিজের মাঝেই পরবাসী নিজেকে না চিনি,
দয়াল প্রভু পথ দেখাবেন প্রান দিয়েছেন যিনি।

প্রভুর প্রতি আমার সকল আত্মসমর্পণ,
আমার সকল ভালোবাসার দিলাম তারে মন।
আমার লেবাস ভিতর বাহির সব দিয়েছেন যিনি,
নিজের মাঝেই পরবাসী নিজেকে না চিনি।।

চলতে পথে হতে পারে আমার অনেক গুনাহ,
এই জীবনে খবর তেমন হয়নি কভু শুনা।
আমার সকল পাপ পূন্যের সাক্ষী আছেন যিনি,
নিজের মাঝেই পরবাসী নিজেকে না চিনি।।

(১৯৮)
পথের চারণ হয়েই কাটুক আমার রাত্রি দিন,
তোমার কাছে রয়েছে প্রভু আমার হাজার ঋন।

জীবন যেন ঘাসের উপর শিশির মুক্তা দানা,
প্রভু আমায় গ্রহন করো, করো ফিল-া ফানা।
যা পেয়েছি তাতেই খুশি কইরো না মলিন,
পথের চারণ হয়েই কাটুক আমার রাত্রি দিন।।

আমি অতি তুচ্ছ মানব মহা বিশ্ব মাঝে,
সহজ করো আমার জীবন সফল সকল কাজে।
মনের মাঝে বাজুক প্রভু তোমার প্রেমের বীণ,
পথের চারন হয়েই কাটুক আমার রাত্রি দিন।।

(১৯৯)
বিশ্ব যেন অচেনা প্রাসাদ সেইখানে মোর বাস,
আমার হাতে হয়না যেন কারো সর্বনাশ,

তোমারে না দেখি প্রভু আছো বুকের মাঝে,
স্বপ মাঝে আছো স্মরণ করি সকল কাজে।
তোমার ভালোবাসা যেন সুগন্ধি সুবাস,
আমার হাতে হয়না যেন কারো সর্বনাশ।।

হৃদয় আমার ব্যাকুল হলে করি সমর্পণ,
তখন যেন শান্তি মেলে ভালো হয় যে মন।
প্রভু আমার জীবন যেন হয়না উপহাস,
আমার হাতে হয়না যেন কারো সর্বনাশ।।

(২০০)
প্রভু আমি তোমার সৃজিত ক্ষুদ্র মানব প্রাণ,
জীবনের ঢেউ মাঝে সুখের পরশ করিও দান।

চলার পথে প্রান্তরে পড়ে আছে কতনা সুখ,
প্রভু শান্তি দিও আমায় দূর কর মোর দুখ।
জীবনের সব কলঙ্ক মুছে দিও মোরে সম্মান,
প্রভু আমি তোমার সৃজিত ক্ষুদ্র মানব প্রাণ।।

বুকের ভিতর শুনতে চাই যে তোমার প্রতিধ্বনী,
বিপদ থেকে দূরে রাখো প্রভু, দূর করো সব শনি।
তোমার সমীপে আমার এ প্রেম আমার সুরেলা গান,
প্রভু আমি তোমার সৃজিত ক্ষুদ্র মানব প্রাণ।।

ধ ন্য বা দ